রিসালা নং: ১২৩

(BANGLA)

# মাছের রহস্যাবলী

MACHLI KE AJAYEBAT

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

## মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

**রাসুলুল্লাহ** ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## কিতাব পাঠ করার দো'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো'আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো'আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

**অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!**

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

**(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)**

## কিয়ামতের দিনে আফসোস

**ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির

## দৃষ্টি আকর্ষণ

**কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।**



www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

# সূচিপত্র


| বিবরণ | পৃষ্ঠা | বিবরণ | পৃষ্ঠা | বিবরণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| দরূদ শরীফের ফযীলত | ৩ | দুইটি মাছ নিয়ে আ'লা হযরতের অভূতপূর্ব বিশ্লেষণ | ১৫ | এই পৃথিবীটা কি মাছের পিঠের উপর? | ৩৪ |
| কিছু বিস্ময়কর মাছ | ৪ | | | | |
| রাঅ'আদহ্ (বিজলী মাছ) | ৪ | একটি কাহিনী | ১৬ | সর্বপ্রথম কি নবী পাকের নূর সৃষ্টি হয়েছে না কি কলম? | ৩৫ |
| কলেমা লিখিত মাছ | ৪ | জিররীছ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত | ১৬ | | |
| বেশিক্ষণ যাবৎ জীবিত থাকা মাছ | ৫ | | | জান্নাতের প্রথম খাবার | ৩৭ |
| | | ফুলকা বিহীন মাছ খাওয়া কেমন? | ১৮ | মাছ বলতে পারে না তার বিস্ময়কর রহস্য | ৩৮ |
| জীবন্ত দ্বীপ | ৫ | | | | |
| যামূর | ৬ | কোন্ প্রজাতির মাছ খাওয়া হারাম | ১৮ | চিকিৎসা ক্ষেত্রে মাছের উপকারিতা | ৩৮ |
| ওয়াইল মাছ | ৭ | | | | |
| মানারাহ্ | ৭ | পাখির ঠোঁট থেকে ছুটে গিয়ে মাছ পড়লে... | ১৯ | কোন মাছটি সর্বাধিক উপকারী? | ৩৮ |
| কুকী | ৮ | | | | |
| কাতুস | ৮ | মাছের পেটে যদি মাছ পাওয়া যায় তবে? | ১৯ | মাছের তেলের উপকারিতা | ৪০ |
| ডলফিন (সুস মাছ) | ৯ | | | মাছের মাথার উপকারিতা | ৪১ |
| ডানা বিশিষ্ট মাছ | ৯ | পানিতে কেমিক্যাল প্রয়োগ করে মাছ মারা কেমন? | ২১ | মাছ এবং স্মরণশক্তি | ৪৩ |
| মিনশার | ৯ | | | কাঁকড়া হালাল না হারাম? | ৪৪ |
| কাউসাজ | ১০ | জালে যদি নিরীহ প্রাণী আটকা পড়ে তবে? | ২৩ | চিংড়ি খাওয়া কেমন? | ৪৪ |
| উদাসীন মাছগুলোই জালে আটকা পড়ে | ১১ | | | আ'লা হযরত কখনো চিংড়ি খাননি | ৪৬ |
| | | মাছের কাটা খাওয়া যাবে কি না? | ২৩ | | |
| মাদানী মুন্নী ও অলস মাছ | ১১ | | | চিংড়ি খেলে রক্তে কোলেসটেরল বৃদ্ধি পায় | ৪৬ |
| অলস মাছ খাওয়া কেমন? | ১২ | মাছের চামড়া খাওয়া কেমন? | ২৪ | | |
| কোন ধরণের জলজ প্রাণী হালাল? | ১২ | মাছ রান্না করার পদ্ধতি | ২৪ | নাড়িভূড়ি না ফেলে ছোট মাছ খাওয়া | ৪৭ |
| | | হুযুর ﷺ মাছ খেয়েছেন | ২৫ | | |
| মাছ বলতে কী বুঝায়? | ১৩ | বিরাট আকারের মাছ | ২৫ | মাছের রক্ত পবিত্র কি না? | ৪৮ |
| মাছ ব্যতীত প্রত্যেক জলজ প্রাণী হারাম | ১৩ | একটি আপত্তি ও তার জবাব | ২৭ | শুটকি খাওয়া কেমন? | ৪৮ |
| | | হালতে ইদ্বতিরার মানে কি? | ২৮ | পচা মাছ খাওয়া কেমন? | ৪৮ |
| মাছের হাজারো প্রজাতি রয়েছে | ১৪ | উম্মতদের আমানতদার | ২৯ | তাজা ও বাসি মাছের পরিচয় | ৪৯ |
| | | হৃদরোগ ভাল হয়ে যায় | ৩১ | অবসর বিনোদনের খাতিরে মাছ শিকার লেখা কেমন? | ৪৯ |
| সমুদ্রের অগণিত রহস্য | ১৫ | সমুদ্রের নিক্ষিপ্ত মাছগুলো খাওয়া কেমন? | ৩২ | | |
| | | | | মৎস্য শিকারের করুণ দৃশ্য | ৫১ |




www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# মাছের রহস্যাবলী

(চমৎকার প্রশ্নোত্তর-সম্বলিত)

শয়তান আপনাকে শত কোটি অলসতা দিক, তবুও এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে শেষ করুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অনেক অনেক মাসআলা-মাসায়িল জানার পাশাপাশি অগণিত বিস্ময়কর তথ্য জানতে পারবেন।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহানশাহে বনী আদম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) এটি পাঠ করবে; اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, (অর্থ:- হে আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর রহমত নাযিল কর এবং তাঁকে কিয়ামতের দিন তোমার দরবারে নৈকট্যতম স্থান প্রদান কর।) তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেল।" (মুজামে কবীর, ৫ম খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!  صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

## কিছু বিস্ময়কর মাছ

**প্রশ্ন:** সমুদ্র তো আশ্চর্য আশ্চর্য বস্তুতে ভরপুর। মাছ সমূহের মধ্যেও **আল্লাহ্**র কুদরতের একেক ধরনের কারিশমা লক্ষ্য করা যায়। আমাদেরকে কিছু মাছের নাম সহ সেগুলোর অবস্থার কথা ব্যক্ত করুন।

**উত্তর:** কিছু মাছ নিয়ে আলোচনা শুনুন:

## রাআ'আদাহ্ (বিজলী মাছ)

রাআ'আদাহ্ (বিজলী মাছ) এমনিতেই এটি একটি ছোট মাছ কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যখন জালে আটকা পড়ে, তখন যার হাতে জাল থাকে, তার হাত কাঁপতে থাকে! অভিজ্ঞ শিকারী যখন সেই মাছটির জালে আটকা পড়া অনুভব করে তখন জালের রশিটি অন্য কিছুর সাথে বেঁধে দেয়। মাছটি না মরা পর্যন্ত রশি খুলে হাতে নেয় না। কারণ, মৃত্যুর পর মাছটির সেই বৈশিষ্টটি আর থাকে না।

(হায়াতুল হায়াওয়ান, ২য় খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

## কলেমা লিখিত মাছ

আবদুর রহমান বিন হারূন মাগরিবী বলেছেন: একবার আমি 'বুহাইরায়ে মাগরিবে' নৌকায় চড়লাম। আমাদের সাথে একটি ছেলে ছিল। তার কাছে মাছ ধরার রশি ও বড়শি ছিল। আমাদের নৌকা যখন 'মাওজায়ে বরতুনে' এল, তখন ছেলেটি সমুদ্রে তার বড়শি ফেলল। এক বিঘত পরিমাণ একটি মাছ তার বড়শিতে বিধল/ আটকা পড়ল। ছেলেটি যখন মাছটি তুলল, সেটি দেখে আমাদের ঈমান তাজা হয়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

কারণ, মাছটির ডান কানের পিছনে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ লিখা ছিল, উপরের দিকটাতে مُحَمَّدٌ লিখা ছিল এবং বাম কানের পিছনের দিকটাতে رَّسُوْلُ اللّٰه লেখা ছিল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## বেশিক্ষণ যাবৎ জীবিত-থাকা মাছ

আবুল হামেদ আন্দুলুসী "তোহফাতুল আলবাব" কিতাবে লিখেছেন: 'বুহাইরায়ে রূমে' এমন এক বিরল প্রজাতির মাছ রয়েছে যার দৈর্ঘ্য এক হাত বা অর্ধ গজ। সেটিকে ধরা হলে মরে না। বরং লাফাতে থাকে। সেটির কোন টুকরো কেটে যদি আগুনে রাখা হয়, তখন দেখা যায় যে, সেই টুকরোটি লাফিয়ে তীব্রবেগে একেবারেই আগুনের বাইরে চলে আসে। কখনো কখনো তা মানুষের মুখেই চলে আসে। সেই মাছটি যখন রান্না করা হয়, তখন ডেক্সির ঢাকনার উপর ভারী কোন লোহা বা পাথর রাখা হয়, যাতে মাছটির টুকরোগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ডেক্সির বাইরে না এসে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যায় না, ততক্ষণ পর্যন্ত মাছটি মরে না। যদিও সেটিকে হাজার হাজার টুকরাও করা হোক না কেন।

(হায়াতুল হায়াওয়ান লিত-দামিরী, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

## জীবন্ত দ্বীপ

কথিত আছে, সিকান্দার বাদশার বাহিনী যখন হিন্দুস্থান থেকে সমুদ্র পথে জাহাজে করে রওয়ানা হয়েছিল, তখন সন্ধ্যা বেলায় তারা একটি দ্বীপ দেখতে পেল। তারা সেখানে জাহাজ নোঙর করেছিল। সৈন্যদল ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠল। যতক্ষণ পর্যন্ত খুঁটি ইত্যাদি গাড়ছিল,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

ততক্ষণ পর্যন্ত কোনরূপ ভাল ছিল, কিন্তু তারা যখনই খাবার রান্না করার জন্য বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বালাল, তখন দেখা গেল দ্বীপটি নড়াচড়া করছে। আর এক পর্যায়ে দ্বীপটি পানির ভিতর ঢুকে গেল। এতে অনেক অনেক সৈন্য ডুবে যায়। দ্বীপটি মূলত: পৃথিবীর মাটির কোন অংশ ছিল না। হিন্দুস্থানের সমুদ্রে থাকা দৈত্যরূপী মাছ 'রারকাল'ই ছিল। **আল্লাহ্ তা'আলার** কুদরতে এই মাছটি এত বড় লম্বা-প্রশস্ত ও বিশাল যে, এটি যখনই সমুদ্র-পৃষ্ঠের দিকে উঠে আসে, তখন তাকে ছোট-খাট একটা দ্বীপ বলেই মনে হয়। বুঝা যায় যে, রারকাল মাছটি অত্যন্ত কঠিন প্রাণেরই মাছ। তার চামড়ায় যখন খুঁটি গাঁড়া হয়েছিল, তখনও তার গায়ে এতটুকু খবর হয় নি, কিন্তু যখনই আগুন জ্বালানো হয়, তখনই তার জ্বালা অনুভব হয়। তাই শীতলার জন্য সে পুনরায় পানিতে ডুবে যায়। সেই সাথে দ্বীপসদৃশ সেই মাছটিতে অবস্থান করা লোকজনও ডুবে যায়। (আজায়িবুল হায়াওয়ানাত, ২২৯ পৃষ্ঠা)

## যামূর

যামূর এক ধরনের ছোট মাছ। মানুষের আওয়াজ এই মাছটির বড়ই ভাল লাগে। তাই কোন নৌকা আসতে দেখলেই এই মাছ নৌকার পিছু নেয়, যাতে করে মানুষের আওয়াজ শুনতে পায়। কোন বড় মাছকে যখন নৌকা আক্রমণ করতে আসতে দেখে, সাথে সাথে দ্রুতগতিতে মাছটি সেই বড় মাছের কানের ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে ফড়ফড়াতে থাকে। বড় মাছটি কষ্টে কাতর হয়ে নৌকা আক্রমণ করার ইচ্ছা ত্যাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোন পাথরে মাথা মারার জন্য তীরের দিকে চলে যায়। যখনই কোন পাথর দেখতে পায়, তখন সেই পাথরে জোরে জোরে নিজের মাথা ঠোকরাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মরেই যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

যামূয মাছের এই ভাল গুণটির জন্য মৎস্য শিকারীরা এটিকে অত্যন্ত ভালবাসে। আর এই মাছকে তারা বিভিন্ন ধরনের আহার দিয়ে থাকে, আর যদি কোন যামূয মাছ জালে আটকে যায়, তবে তারা সেটিকে ছেড়ে দেয়। (হায়াতুল হায়াওয়ান, ২য় খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা)

## ওয়াইল মাছ

আজও জীবিত-থাকা প্রাণীদের মধ্যে ওয়াইল মাছ সবচেয়ে বড় প্রাণী। এই ওয়াইল মাছের একটি প্রজাতি যাদের 'বিলু ওয়াইল' বলা হয়, সেটি সাইজ ও ওজনের দিক থেকে ওয়াইল মাছের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এক বিলু ওয়াইল এমনও ধরা হয়েছিল যা দৈর্ঘ্যে ১০৮ ফুট ছিল এবং সেটির ওজন ১৩১ টন বা ৩৬৬৮ মণের চাইতেও অধিক ছিল। বিলু ওয়াইল বরফের সমুদ্রে থাকে। সে ঘণ্টায় সর্বাধিক ২২৬৮ মাইল সাতার কাটে। ঐসময় সেই গতির কারণে তার শক্তি ৫২০ ঘোড়ার সমপরিমাণ। বিলু ওয়াইলদের বাচ্চা জন্মের সময় ২৫ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ এবং ৭ টন বা (১৯৬ মণের চাইতেও) অধিক ওজনের হয়ে থাকে। ১৯৩২ সালে ৮৯ ফুট দীর্ঘ এবং ১১৯ টন বা ৩৩৬০ মণ ওজনের এক বিলু ওয়াইল মাছ ধরা পড়েছিল। মাছটির জিহ্বার ওজনই ছিল কেবল ৩ টন বা ৮৪ মণ। (২৮ মণে এক টন এবং ৪০ সেরে এক মণ)। (আজায়িবুল হায়াওয়ানাত, ২৩০ পৃষ্ঠা)

## মানারাহ্

সমুদ্রিক এই মাছটি পানিতে মিনারের ন্যায় সোজা দাঁড়িয়ে যায়। তারপর আপনা আপনি নৌকাতে আছড়ে পড়ে নৌকা ডুবিয়ে দেয়। মাঝিরা যখন এই মাছটির আভাস পায়, তখন সিঙ্গা, সিটি ইত্যাদি বাজায়, যেন ভয়ে পালিয়ে যায়। মানারাহ মাছ নাবিকদের জন্য অত্যন্ত এক বড় আপদ। (হায়াতুল হায়াওয়ান, ২য় খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

**রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

## কুকী

এটি একটি বিরল ও আজব ধরনের মাছ। এর মাথায় বড় একটি কাঁটা থাকে। এ যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন যেসব বড় বড় জন্তুদেরও তার শিকার বানাতে চায়, তার উপর গিয়ে পড়ে। সেই জন্তুটি এই মাছটিকে আগত আহার মনে করে অবলীলায় গিলতে থাকে। আর এই মাছটি ভিতরে গিয়ে নিজের কাঁটার সাহায্যে তার পেট চিরে বেরিয়ে আসে। এভাবে সে নিজেকে শিকার করা প্রাণীকে আপন শিকার বানিয়ে নেয়। তারপর সেটিকে মজা করে খায়। এর শিকার কৃত অনেক প্রাণী সমুদ্রের অন্যান্য প্রাণীরাও ভক্ষণ করে। মৎস্য শিকারীরা যখন কুকী মাছ শিকার করার চেষ্টা করে, তখন সে তার কাঁটার সাহায্যে আক্রমণ করে নৌকা ছিদ্র করে দেয়। তারপর ডুবন্ত মৎস্য শিকারীদের একের পর এক আহার করতে থাকে। কুকী যারা শিকার করে তারা সেই মাছেরই চামড়া তাদের নৌকাতে লাগিয়ে রাখে। কারণ, তার চামড়ায় তার কাঁটা কাজ দেয় না। **(প্রাগুক্ত, ৩৬২ পৃষ্ঠা)**

## কাতুস

কাতুস এক প্রজাতির বড় ধরনের মাছ। এটি বড় বড় নৌকাকেও ভেঙ্গে দেয়। কাতুস মাছে বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, ঋতুবতী কোন মহিলা নৌকাতে থাকলে মাছটি সেই নৌকার ধারে কাছেও আসে না। মাঝিরা কাতুস মাছ সম্পর্কে ভাল করেই জানে। কোথাও যদি তারা এই মাছটির মুখোমুখি হয়ে যায়, তখন তার সামনে তারা মহিলাদের ঋতুর রক্তমাখা কাপড়-চোপড়গুলো নিক্ষেপ করে। ফলে এটি পালিয়ে যায়। **(আজায়িবুল হায়াওয়ানাত, ২২০ পৃষ্ঠা)**

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

## ডলফিন (সুস মাছ)

ডফিন অত্যন্ত প্রিয় মাছ। জাহাজের লোকেরা সেটিকে দেখে অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত হয়। ডলফিন কোন মানুষকে যদি ডুবতে দেখে, তখন সাথে সাথে তার সাহায্যে ছুটে আসে। এবং তাকে ধাক্কা দিতে দিতে তীরের দিকে নিয়ে যায়। কখনো কখনো ডুবন্ত ব্যক্তির তলদেশ দিয়ে তাকে তার পিঠে সাওয়ার করে নেয়। কখনো লেজের সাহায্যে তাকে তীরের দিকে নিয়ে যায়। (প্রাগুক্ত, ২২১ পৃষ্ঠা) ডলফিন মাছ মিসরের নীল নদে পাওয়া যায়।

## ডানা বিশিষ্ট মাছ

সমুদ্রে এমন এক প্রজাতির বড় মাছও রয়েছে সেগুলো যদি কোনভাবে কখনো কম গভীরতার পানিতে চলে আসে আর সেখানে যদি পানি শুকিয়ে যায়, তখন তারা কাদাতে লাফাতে থাকে। লাগাতার সাত ঘণ্টা ধরে এভাবে লাফাতে থাকে। এই অস্থির অবস্থায় তার দেহের চামড়া ফেঁটে যায়। এবং নিচ দিয়ে দুইটি ডানা বের হয়ে আসে। সেই ডানায় ভর করে উড়ে সেটি পুনরায় সমুদ্রে চলে যায়।
(প্রাগুক্ত, ২২২ পৃষ্ঠা)

## মিনশার

'বুহাইরে আসওয়াদে' পাহাড়ের মত শক্তিধর এক ধরনের মাছ পাওয়া যায়, সেটির নাম মিনশার। সেটির পিঠের উপর মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত আবনুস[১] বৃক্ষের ন্যায় কালো কালো এবং করাতের দাঁতের ন্যায় বড় বড় কাঁটা থাকে।

[১] আবনুস গাছ: উত্তর পূর্ব এশিয়ার একটি গাছের নাম। যেটির লাকড়ী শক্ত, ভারী এবং কালো হয়ে থাকে।


www.dawateislami.net

সেটির এক একটি দাঁত দু'হাত প্রায় এক মিটার সমপরিমাণ দীর্ঘ হয়ে থাকে। মাথার ডান ও বাম পার্শ্বে প্রায় পাঁচ মিটার লম্বা দুইটি কাঁটা থাকে। সেই দুইটি কাঁটার সাহায্যে সে সমুদ্রের পানিকে দুইভাগ করে সাঁতার কাটে। তার গতিতে ভয়ানক শব্দ সৃষ্টি করে। নাক ও মুখ দিয়ে পানির পিচকারী বের করে। যা দেখতে আকাশের দিকে ফোয়ারার মত দেখা যায়। সেই ফোয়ারার পানি নৌকা ইত্যাদিতে বৃষ্টির ফোঁটার মত হয়ে বর্ষিত হয়। মাছটি যদি কোন নৌকার তলদেশে চলে আসে, তখন সেটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। নৌকার লোকজন এটিকে দেখতে পেলে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে যায়। আর এটির ভয়াবহ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে করুণ ভাবে কান্না করে দো'আ করে। (হায়াতুল হায়াওয়ান, ২য় খন্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা)

## কাউসাজ

কাউসাজ মাছকে সমুদ্রের বাঘ বলা হয়। এটির শূঁড় করাতের ন্যায় হয়ে থাকে। কোন মানুষ পেলেই সাথে সাথে দুই ভাগ করে চিবিয়ে খায়। পানির অন্যসব প্রাণীকেও তার করাত দিয়ে এভাবে কাটে যেভাবে তরবারি কাটে। কাউসাজের দাঁত মানুষের দাঁতের মতই হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীরা এটির ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে অনেক দূরে পালিয়ে যায়। কাউসাজ মাছের এক আশ্চর্য বিষয় এটি যে, রাতের বেলায় যদি কাউসাজ মাছ শিকার করা হয়, তখন তার পেট থেকে সুগন্ধিযুক্ত এক প্রকার চর্বি বের হয়। কিন্তু দিনের বেলায় শিকার করা হলে তা বের হয় না! বসরা শরীফের দজলা নদীতে নির্দ্দিষ্ট মৌসুমে এই মাছ যথেষ্ট পরিমাণে জন্ম নেয়। (প্রাগুক্ত, ৪২৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

## আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ থেকে উদাসীন মাছগুলোই জালে আটকা পড়ে

**প্রশ্ন:** মাছ জালে আটকা পড়ারও কি কোন কারণ রয়েছে?

**উত্তর:** কোন কোন রেওয়ায়ত থেকে যা বুঝা যায়, ওসব মাছই মৎস্য শিকারীদের জালে কিংবা বড়শিতে আটকা পড়ে যেগুলো **আল্লাহ্**র যিকির থেকে বিমুখ হয়ে যায়। যেমন- আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ৯ম খন্ডের ৭৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: আবুশ শায়খ বর্ণনা করছেন: مَا اُخِذَ طَائِرٌ وَّلَا حُوْتٌ اِلَّا بِتَضْيِيْعِ التَّسْبِيْحِ অর্থাৎ- কোন পাখি ও মাছ তখনই ধরা পড়ে যখন সে **আল্লাহ্**র তাসবীহ্ পাঠ বন্ধ করে দেয়। (তাফসীরে দুররে মনছুর, ৪র্থ খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা) মালফূজাতে আ'লা হযরত কিতাবের ৫৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: কাশফওয়ালা বুজুর্গরা বলেন: 'সকল জীব-জন্তুই তাসবীহ পাঠে (অর্থাৎ **আল্লাহ্**র পবিত্রতা বর্ণনায়) মশগুল থাকে। যখনই সে তাসবীহ পাঠ বন্ধ করে দেয়, তখনই তার মৃত্যু আসে। গাছের প্রতিটি পাতাই তাসবীহ পাঠ করে। যেই মুহূর্তে সে তাসবীহ পাঠে আলসতা করে ঠিক তখনই সে গাছ থেকে আলাদা হয়ে ঝরে পড়ে।'

## মাদানী মুন্নী ও অলস মাছ

এবার একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন। ডচংড়িমেন দেশে এক ব্যক্তি নদীর কিনারায় মাছ ধরছিল। তার কন্যাও তার পাশে বসা ছিল। কোন মাছ পেলেই সে পিছন দিকে নেওয়া টুকরিতে রেখে দিত। কন্যাটি মাছগুলো পুনরায় পানিতে ছেড়ে দিত। মাছ শিকার শেষে লোকটি যখন দেখল যে, তার টুকরিতে একটি মাছও নেই,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তখন তার কন্যার নিকট জিজ্ঞাসা করল: মাছগুলো কোথায় গেল? কন্যা জবাব দিল, আপনিই তো বলেছিলেন যে, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "জালে সেই মাছটিই আটকা পড়ে, যেটি **আল্লাহ্ তা'আলা**র যিকির থেকে গাফিল হয়ে যায়।" তাই আমার ভাল মনে হয় নি যে, আমরা সেই মাছগুলোই খাব, যেগুলো **আল্লাহ্ তা'আলা**র যিকির থেকে গাফিল হয়ে গেছে। নিজের কন্যার মুখে এমন হিকমতপূর্ণ কথা শুনে লোকটির মন নরম হয়ে গেল এবং ভাবাবেগ সৃষ্টি হল আর কান্না করতে লাগল। সে মৎস্য শিকারের বড়শির নেশা বাদ দিয়ে দিল। (ছিফতুছ ছাফওয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ্গুলোও ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم !!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اذكروا الله الله الله الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## অলস মাছ খাওয়া কেমন?

**প্রশ্ন:** গাফিল মাছ কি খাওয়া উচিত নয়?

**উত্তর:** এমনটি নয়; মাছ খাওয়া হালাল।

## কোন ধরনের জলজ প্রাণী হালাল?

**প্রশ্ন:** পানির কোন কোন্ প্রাণী হালাল?

**উত্তর:** মাছ ব্যতীত পানির সকল প্রাণী খাওয়া হারাম। যেমন হানাফী মাযহাবের ফোকাহারা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেন: পানির সকল প্রত্যেক প্রাণী খাওয়া হারাম; তবে মাছ ব্যতীত। কেননা, মাছ খাওয়া হালাল। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগেনানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মাছ ছাড়া পানির কোন প্রাণীই খাওয়া যাবে না। এমনকি অনেক ছোট ছোট মাছ, সাপে মত মাছ এবং মাছের অন্যান্য প্রজাতিদেরও খাওয়া যায়।

(হেদায়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা)

## মাছ বলতে কী বুঝায়?

**প্রশ্ন:** মাছের পরিচিতি প্রদান করুন?

**উত্তর: দা'ওয়াতে ইসলামী**র দারুল ইফতার জনৈক মুফতী সাহেবের গবেষণাকে কিছু পরিবর্তন সহকারে পেশ করা হল: মাছের চূড়ান্ত **(Final)** সংজ্ঞা যে কী তা ফিকাহ কিংবা অভিধানে নজরেও পড়েনি। নবীন ও প্রবীণ মাছের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যা বলেছেন; তার সার সংক্ষেপ হল: মাছ হল শীতল রক্তবিশিষ্ট জলজ প্রাণী। মাছ মেরুদণ্ডী সম্পন্ন প্রাণীর মধ্যে মাছকে গণ্য করা হয়। তবে অনেক মাছের মেরুদণ্ড নেই। শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বেশির ভাগ মাছ ফুলকা ব্যবহার করে। বেশির ভাগ মাছ ডিম থেকে বাচ্চা ফুটায়। তবে অনেক মাছ সরাসরি বাচ্চা দেয়। এমন মাছও রয়েছে যেগুলো পানিতে সামান্য পরিমাণে উড়েও থাকে।

## মাছ ব্যতীত প্রত্যেক জলজ প্রাণী হারাম

হানাফী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'বাদায়িয়ুস সানায়ি'তে উল্লেখ রয়েছে: মাছ ব্যতীত জলজ অন্যান্য সকল প্রাণী হারাম। তবে সেই মাছও হারাম যা পানিতে নিজে নিজে মরে পানির পৃষ্ঠে ভেসে উঠেছে। এ হল আমাদের মতামত। যে কোন প্রজাতির মাছ হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে একই রকম। চাই তা 'জিররিছ' হোক কিংবা মারমাহী (যেগুলো সাপের মত হয়ে থাকে। সেগুলোকে বাইন মাছও বলা হয়) কিংবা অন্য যে কোন প্রজাতির।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

কেননা, মাছ হালাল হওয়া নিয়ে আমরা যে দলিলগুলোর কথা উল্লেখ করেছি, সেগুলোতে এমন কোন ব্যাখ্যা নেই যে, এ ধরনের মাছ হালাল, ঐ ধরনের মাছ হালাল নয়। কেবল তা ছাড়া যে দলিল দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। আর হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এবং হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে জিররীছ ও পুরুষ মাছ খাওয়া হালাল বলে বর্ণনা রয়েছে। যেহেতু অন্য কারো থেকে এর বিপরীতে কোন রেওয়ায়ত নেই, তাই এটি ইজমা হয়ে গেছে। (বাদায়িয়ুস সানায়ি, ৪র্থ খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

## মাছের হাজারো প্রজাতি রয়েছে

বাদায়িয়ুস সানায়ির বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, যে কোন প্রজাতির মাছই হালাল। তবে মাছের হাজারো প্রজাতি অবশ্য রয়েছে। এমন কিছু প্রজাতিও রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে ওলামাদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দিতে হয় যে, এটি মাছ, এটিকে মাছ নয় বলা উচিতনয়। কিছু কিছু প্রাণী এমনও রয়েছে, যেগুলো মাছ হওয়া না হওয়া নিয়ে অভিধানে দ্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, চিংড়ি মাছ। এটি কি মাছ, না কি মাছ নয়, সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে পরিশুদ্ধ মতামত হল এটি মাছ। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত নীতিমালা হল, অভিধান ও আরবি ভাষাভাষিদের প্রচলনই অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ আরবি ভাষায় যেগুলোকে 'সামাক' (অর্থাৎ মাছ) বলা হয়, হাদীস শরীফে এটিকে হালাল বলা হয়েছে। আর এই 'সামাক' শব্দটি কোন্ কোন্ প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, তা আরবি ভাষাভাষিরা কিংবা প্রচলিত আরবি ভাষাবিদরা নির্ধারণ করতে পারে। তবে যে প্রাণীর ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগ হয়ে যাবে, সেটি মাছই। সেটি খাওয়া হালাল। যদিও প্রাণীটির জন্য 'সামাক' ব্যতীত অন্য কোন শব্দও ব্যবহৃত হোক না কেন। যেমন, 'হূত' ও 'নূন'।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

## সমুদ্রের অগণিত রহস্য

মাছের অনেক প্রজাতি রয়েছে। যেগুলো নিয়ে প্রথম থেকেই মানুষদের মধ্যে দ্বিধা-সন্দেহ থেকেই যায় যে, আদৌ এগুলো মাছ কি না? এমন অনেক প্রজাতিও রয়েছে যা মানুষদের হতবাক করে তোলে। তাই তো সমুদ্র সম্পর্কে বলা হয়, اَلْبَحْرُ لَا تُحْصٰى عَجَائِبُهٗ 'অর্থাৎ- সমুদ্রে রহস্যের শেষ নেই'। এ কারণেই সমুদ্রের নিত্য-নতুন সৃষ্টি-জীবের আবিষ্কারের পাশাপশি মাছেরও একের পর এক রহস্যভরা প্রজাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। তাই কোন কোন মাছ সম্পর্কে সর্বযুগের আলেমদের মাঝেই আলোচনায় আসে যে, এটি মাছ কি না?

## দুইটি মাছ নিয়ে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অভূতপূর্ব বিশ্লেষণ

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের জিলদে ২০তম খন্ডের ৩২৩ থেকে ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দুইটি মাছ নিয়ে চমৎকার একটি বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। একটি মাছের নাম 'জিররীছ' এবং অপরটির নাম আরবিতে 'জিররী', ফার্সীতে 'মারমাহী' এবং উর্দুতে 'বাম' (বাইন মাছ)। দুইটি মাছ আকৃতিগত ভাবে এমন যে, সেগুলো মাছ কি না– এ নিয়ে কেবল সাধরণ লোকদের মাঝেই দ্বিধা রয়েছে তা নয়, বরং কোন কোন ফোকাহাদের মাঝেও এ রকম উক্তিও কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে যে, যে উক্তি মোতাবেক সেগুলোকে মাছ নয় জেনে সেগুলো খাওয়া জায়েয ছিল না। কিন্তু আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এও বর্ণনা করেছেন যে, ভাষার পণ্ডিতরা এই দুই ধরনের মাছকে একই বলে মনে করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

কিন্তু ফোকাহায়ে কেরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی দৃষ্টিতে দুইটি মাছই আলাদা। 'জিররীছ' সম্বন্ধে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন, জিররীছ অধিক হারে পাওয়া যায় এমন ধরনের মাছ। নদীর তীরে এগুলো বেশি বেচা-কেনা হয়ে থাকে।

## একটি কাহিনী

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ 'মাবসূত' কিতাবে বর্ণনা করেছেন: অর্থাৎ ওমরাহ্ বিনতে আবি তুবাইখ বলেছেন: আমি আমার দাসীকে সাথে নিয়ে এক কফীয (অর্থাৎ প্রায় ৪৬ কিলোগ্রাম) গমের বিনিময়ে একটি জিররীছ মাছ ক্রয় করি। টুকরিতে সেটি স্থান সংকুলন হচ্ছিল না। একদিকে সেটির মাথা বের হয়ে ছিল এবং অন্যদিকে সেটির লেজ বের হয়ে ছিল। এমন সময় হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সাথে দেখা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কত দিয়ে নিয়েছ? আমি দাম আরয করলাম। তিনি বললেন: কতই না পবিত্র জিনিস, কতই না স্বস্তা জিনিস আর সংশ্লিষ্টদের জন্য কতই না স্বচ্ছ বস্তু।

## জিররীছ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আরো বলছেন: 'হায়াতুল হায়াওয়ানে' বর্ণিত আছে: জিররীছ এক ধরনের মাছ, যা দেখতে সাপের মত। এর বহুবচন 'জরাছী'। এটিকে 'জিররী'ও বলা হয়ে থাকে। ফার্সীতে এটিকে বলা হয় 'মারমাহী'। আর 'হামযা'র অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এটি ইংলিশ। জাহিয বলেছেন: এটি পানির সাপ। এটির বিধান হল, এটি খাওয়া হালাল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

কিন্তু ফোকাহায়ে কেরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی যেটিকে জিররীছ বলে থাকেন, তা অবশ্যই 'মারমাহী' ব্যতীত অন্য কোন মাছ। কেননা, মতনের মূল কিতাবাদিতে, শরাহর কিতাবাদিতে এবং ফতোয়ার কিতাবাদিতে উভয়টির নাম আলাদা আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য, মুগরিব কিতাবে বলা হয়েছে, هُوَ غَيْرُ الْمَارْمَاهِي (অর্থাৎ- "সেটি মারমাহী ছাড়া অন্য কিছু")। আল্লামা ইবনে কামাল পাশা 'ইছলাহ ও ঈযাহে' কিতাবে বলেছেন: "জিররীছ মাছেরই একটি প্রজাতি। যা মারমাহী বা বাম (বাইন মাছ) ব্যতীত অন্য কিছু। 'মুগরিব' নামক কিতাবে এই কথাগুলো উল্লেখ রয়েছে। এই দুইটিকে আলাদা ভাবে এ কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলো মাছ হওয়া সম্পর্কে খাফা (গোপনীয়তা) রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

## পুরুষ জাতীয় ও মহিলা জাতীয় মাছের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য

**প্রশ্ন:** এই জবাবে পুরুষ মাছ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দয়া করে! পুরুষ ও মেয়ে মাছের কিছু নমুনার বিস্তারিত আলোচনা প্রদান করুন।

**উত্তর:** পুরুষ ও মহিলা মাছের মাঝে তিনটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। যেমন- ১) সাধারণতঃ পুরুষ মাছের দেহ দীর্ঘ ও বড় হয়ে থাকে। অন্যদিকে মেয়ে মাছের দেহ সামান্য গোল হয়ে থাকে। মেয়ে মাছ পুরুষ মাছ থেকে তুলনামূলক ছোটও হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ! বংশ-বৃদ্ধিও মৌসুমে মেয়ে মাছের পেট পুরুষ মাছের চেয়ে বড় দেখায়। ২) পুরুষ মাছের গায়ের রঙ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দেখায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীল **(Blue)** ও কমলা **(Orange)** রঙের হয়ে থাকে। আর মেয়ে মাছের গায়ের রঙ বাদামী **(Brown)** হয়ে থাকে। ৩) পুরুষ মাছের পেটের নিচে একটি পাখা **(Fin)** থাকে। যা মেয়ে মাছের পাখার তুলনায় বড়। সেই পাখাটির নিচের দিকেই পুরুষ বা মহিলা হওয়ার চিহ্ন সমূহ বিদ্যমান থাকে।

## ফুলকা বিহীন মাছ খাওয়া কেমন?

**প্রশ্ন:** ফুলকা বিহীন মাছ খাওয়া কি হালাল না হারাম?

**উত্তর:** হালাল।

## কোন্ প্রজাতির মাছ খাওয়া হারাম?

**প্রশ্ন:** মাছের কি এমন কোন প্রজাতিও রয়েছে যেগুলো খাওয়া হারাম?

**উত্তর:** না, এমন কোন প্রজাতি নেই। কেবল সেসব মাছই হারাম যেগুলো নদীতে কিংবা পানিতে নিজে নিজে মরে উল্টে যায়। তবে হ্যাঁ! কোন কেমিক্যাল বা হাতুড়ী ইত্যাদি আঘাতের কারণে যদি মরে উল্টে যায়, তবু সেই মাছ খাওয়া হালাল। যেমন- সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: যে মাছ পানিতে নিজে নিজে মরে ভেসে উঠে অর্থাৎ যে মাছকে কেউ মারে নি, বরং নিজে নিজে মরে উল্টে গেছে, সেই মাছ হারাম। কোন মাছ মারা হল, সেটি মরে উল্টা হয়ে ভাসছে, তা হারাম হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

## মাছ হালাল হওয়ার অন্যান্য অবস্থা সমূহ

বাহারে শরীয়াতে বর্ণিত আছে: পানির গরমে বা ঠান্ডায় যদি মাছ মারা যায় কিংবা মাছকে রশিতে বেঁধে পানিতে রাখার কারণে যদি মারা যায়, কিংবা মাছ যদি জালে আটকা পড়ে মারা যায়, কিংবা পানিতে এমন কোন দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়েছে, যা দ্বারা মাছ মরে গেছে, এবং এই ধারণা করা হয় যে, এগুলো প্রয়োগ করার কারণেই মরেছে, কিংবা মাছ ধরে করসীতে রাখা হয়েছিল, সেখানে পানি কম হওয়ার কারণে কিংবা সংকুলান না হওয়ার কারণে যদি মারা যায়, এসব অবস্থায় মরা মাছগুলো হালাল। (ঐ, রদ্দুল মুহতার, দররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫১২ পৃষ্ঠা) মোটকথা, কেবল সেসব মাছই হারাম যেগুলো প্রকাশ্য কোন কারণ ব্যতীত পানিতে স্বাভাবিক ভাবে মরে (অর্থাৎ নিজে নিজে মরে) পেট উপর দিকে দিয়ে ভেসে উঠে।

## পাখির ঠোঁট থেকে ছুটে গিয়ে মাছ পড়লে ...

**প্রশ্ন:** পাখি মাছ শিকার করে উড়ে গেল। ঠোঁট থেকে ছুটে গিয়ে মাছ মাটিতে পড়ে গেল। দেখা গেল, সেটি মরা। এখন সেটি খাওয়া যাবে কি না?

**উত্তর:** খাওয়া যাবে। কেননা, মাছটি মরার কারণ হল পাখি; সেটি স্বাভাবিক ভাবে মরেনি।

## মাছের পেটে যদি মাছ পাওয়া যায় তবে?

**প্রশ্ন:** কেউ বড় মাছ কিনে নিয়ে এল। কাটার সময় সেটির পেটে ছোট মাছ পাওয়া গেল। পেট থেকে বের হয়ে আসা সেই মাছ খাওয়া যাবে কি না?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

**উত্তর:** পেট থেকে বেরিয়ে আসা মাছটি যদি স্বভাবিক ভাবে শক্ত ও তাজা **(Fresh)** থাকে, তাহলে সেটিও খাওয়া যাবে। তবে সেটিতে যদি পরিবর্তন আসে অর্থাৎ নরম হয়ে যায়, অসহনীয় দুর্গন্ধ বের হয়, তাহলে খাওয়া যাবে না। ফোকাহায়ে কেরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی বলছেন: 'মুহীতে বোরহানী'তে উল্লেখ রয়েছে, কেউ মাছ শিকার করল। দেখা গেল সেই মাছের পেট থেকে আরেকটি মাছ বের হয়ে এল। তাহলে সেটিও খাওয়া যাবে। কেননা, এটি প্রথম মাছটি দ্বারা পাকড়াও হওয়ার কারণে এবং প্রতিকুল ও ভিন্ন পরিবেশে থাকার কারণে (পেটের ভিতরে দম বন্ধ হয়ে) মরেছে। আর এই মাসআলাটি সাব্যস্ত করে যে, 'তাফী' মাছের পেট থেকে যদি তাজা মাছ বেরিয়ে আসে, সেই মাছটিও যদি 'তাফী' হয়ে থাকে, তাহলে তা খাওয়া যাবে না। ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, যে মাছ কুকুরের পেট থেকে (বমির মাধ্যমে) বের হয়ে আসে সেটি খাওয়াতেও কোন বাধা নেই, যদি মাছটির অবস্থায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন না আসে। কেননা, তার মৃত্যু হয়েছে কোন 'কারণে'। (মুহীতে বোরহানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা) ('তাফী' সেই মাছকে বলে যে মাছ প্রকাশ্য কোন কারণ ব্যতীত নিজে নিজে মরে পানিতে পেট দিয়ে ভেসে উঠে)।

## মাছের ডিম

**প্রশ্ন:** মাছের ডিম খাওয়া যায় কি না?

**উত্তর:** খাওয়া যায়। বড় বড় সাইজেরও ডিম হয়ে থাকে। কিন্তু হলুদ বর্ণের পোস্ত বীচির মত হাজার হাজার, লাখো লাখো ডিম, যেগুলোর উপর কুদরতি খোলস মোড়ানো থাকে। সেগুলো অত্যন্ত সুস্বাদু হয়ে থাকে। সেগুলোকে 'আনী'ও বলা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আপনি যখনই কোন মাছ কাটাবেন, তাকে বলে দিবেন, মাছে যদি ডিম পাওয়া যায়, তাহলে তা আমাকে দিয়ে দিবেন। কেননা, যারা টাকা নিয়ে মাছ কাটে, তারা মাছের ডিমগুলো ময়লার সাথে ঝুড়িতে ফেলে দেয়। পরে সেগুলো সেখান থেকে বের করে নিয়ে বিক্রি করে। তাদেরও উচিৎ এরূপ না করা, ডিমগুলো মাছের মালিককে দিয়ে দেওয়া।

## পানিতে কেমিক্যাল প্রয়োগ করে মাছ মারা কেমন?

**প্রশ্ন:** নদী ও পুকুরে কেমিক্যাল প্রয়োগ করে কিংবা কারেন্ট সংযোগ দিয়ে মাছ শিকার করা কেমন?

**উত্তর:** কেমিক্যাল প্রয়োগ করা কিংবা কারেন্ট সংযোগ দেওয়ার পদ্ধতি শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। এর দ্বারা মাছ ছাড়াও আরো অনেক অনেক নিরীহ জলজ প্রাণীও বিনা কারণে মারা যাবে।

## কেমিক্যাল প্রয়োগে মারা মাছ খাওয়া কেমন?

**প্রশ্ন:** বোমা বা কেমিক্যাল প্রয়োগের মাধ্যমে মারা মাছ খাওয়ার অনুমতি আছে কি না?

**উত্তর:** সেগুলোতে যদি বিষ জাতীয় কিছুর প্রভাব না থাকে, তবে নিঃসন্দেহে খাওয়া জায়েয।

## বোমা ও গোলা-বারুদ দ্বারা মাছ মারা কেমন?

মাছ সম্বন্ধে 'সিদ্ধান্ত মূলক ফিকহী বোর্ড, দিল্লী' (১৬, জামাদিউল উলা, ১৪২৪ হিজরী মোতাবেক ১৭, জুলাই, ২০০৩) এর সর্বসম্মত প্রশ্নোত্তরটি লক্ষ্য করুন। আপনার জ্ঞানের জগতকে আরো সমৃদ্ধ করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

**প্রশ্ন:** মাছ মারা জন্য এক ধরনের বোমা ফাটানো হয়। যা দ্বারা মাছ পানিতেই মারা যায়। তারপর সেগুলো ধরে বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা কেউ জানি না যে, এগুলো কি পানিতে মরেছে, না কি পানির উপরে মরেছে? এমতাবস্থায় এসব মাছ খাওয়া জায়েয হবে কি না?

**উত্তর:** ১) বোমা ও গোলা-বরুদ ব্যবহার করে মাছ মারা হলে সেই মাছ খাওয়া জায়েয রয়েছে। কেননা, এসব মাছের মৃত্যুর মূল ও প্রকাশ্য কারণ জানা রয়েছে। হারাম কেবল সেসব মাছই হবে, যেগুলো মরার প্রকাশ্য কোন কারণ জানা থাকবে না। মৃত্যুর কারণ জনিত কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট ভাবে এ কথা বলা যাবে না যে, সে নিজে নিজেই মরে ভেসে উঠেছে। হ্যাঁ! তবে বোমার কারণে যদি মাছের মধ্যে কোন রূপ বিষক্রিয়া জনিত দোষ চলে আসে কিংবা ক্ষতিকর কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে সে কারণে মাছটি খাওয়া নিষেধ হয়ে যাবে। **আল্লাহ্ তা'আলাই** ভাল জানেন। ২) বোমা ইত্যাদির কারণে যদি অপরাপর নিরীহ জলজ প্রাণীগুলো মারা না যায়, এবং তাদের যদি কোন রূপ ক্ষতি না হয়, তাহলে মাছ শিকার করার এই পদ্ধতিটি জায়েয হবে। অন্যথায় সেসব নিরীহ জলজ প্রাণীদের হত্যা ও ক্ষতি করার মাধ্যমে মানব-জীবনের কোন উপকার না থাকার কারণে সেটি (শিকার করার এই নিয়মটি) অবৈধ। কেননা, এরূপ করা নিরীহ প্রাণীদের উপর এক চরম অত্যাচার। **আল্লাহ্ তা'আলাই** ভাল জানেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

## জালে যদি নিরীহ প্রাণী আটকা পড়ে তবে?

**প্রশ্ন:** জালে যদি মাছের পাশাপাশি নিরীহ প্রাণী যেমন কাঁকড়া ইত্যাদিও আটকা পড়ে, তাহলে সেগুলোকেও কি মরতে দেওয়া যাবে?

**উত্তর:** এ ব্যাপারে জামেয়া আশ্‌রাফিয়া মোবারকপুর শরীফ (ভারত) এর দারুল ইফতার ফতোয়া হল: জাল দিয়ে মাছ শিকার করা জায়েয। জালে যদি মাছ ছাড়াও অন্যান্য নিরীহ প্রাণীও আটকা পড়ে যায়, তাহলে সেগুলোকে জাল থেকে বের করে নিয়ে সমুদ্রের পানিতে ছেড়ে দিবেন। কেননা, শরীয়াতের সুনির্দ্দিষ্ট কারণ ব্যতীত সেগুলোকে হত্যা করা জায়েয নেই। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: **রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কোন পাখি কিংবা কোন প্রাণীকে অন্যায় ভাবে হত্যা করবে, সে ব্যাপারে কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।" আরয করা হল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তার হক কী (অর্থাৎ ন্যায় ভাবে হত্যা কেমন)? ইরশাদ করলেন: "তার হক হল তাকে জবাই করবে এবং খাবে। এ নয় যে, মেরে কেটে ফেলে দিবে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৫৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫৬২। নাসাঈ, ৭৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩৫৫)

## মাছের কাটা খাওয়া যাবে কি না?

**প্রশ্ন:** মাছের কাটা খাওয়া যায় কি না?

**উত্তর:** খাওয়া যায়। মাছের কাটা সাধারণতঃ শক্ত হয়ে থাকে, খাওয়া যায় না। তবে কোন কোন মাছের কাটা কুড়কুড়ে ও মসৃণ হয়ে থাকে। যেমন, সমুদ্রের পাপলেট ও সুরমা মাছ ইত্যাদির কাটা খুবই নরম ও সুস্বাদু হয়ে থাকে। সেগুলো ভাল করে চাবান। তারপর খুব চুষে নিয়ে চুর্ণগুলো ফেলে দিবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ফতোওয়ায়ে রযবীয়াতে বর্ণিত আছে: জবাই কৃত হালাল পশুর কোন ধরনের হাড্ডিই না-জায়েয নয়। যদি সেগুলো খাওয়াতে ক্ষতি না হয়। যদি ক্ষতি হয়, তাহলে ক্ষতি হওয়ার কারণে নিষেধ হয়ে যাবে। এ কারণে নয় যে, হাড্ডি স্বয়ং নিষিদ্ধ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

## মাছের চামড়া খাওয়া কেমন?

**প্রশ্ন:** মাছের চামড়া খাওয়া যায় কি না?

**উত্তর:** খাওয়া যায়। সাধারণত: সবাই মাছের চামড়া প্রথম থেকেই কিংবা রান্নার পরে বের করে নিয়ে ফেলে দেয়। এমন করবেন না। কারো যদি কোন বিশেষ অপারগতা না থাকে, তাহলে মাছের চামড়াসহ খেয়ে ফেলা উচিৎ। কারণ, এটিও **আল্লাহ্ তা'আলার** মহান নেয়ামত। আর কোন কোন মাছের চামড়া তো অনেক সুস্বাদুই হয়ে থাকে। তবে কোন মাছের চামড়া যদি শক্ত হয় কিংবা চিবানোর অযোগ্য হয়, তাহলে তা ফেলে দেওয়াতে কোন বাধা নেই।

## মাছ রান্না করার পদ্ধতি

**প্রশ্ন:** মাছ রান্না করার বিশেষ কোন পদ্ধতি আছে কি?

**উত্তর:** মাছ রান্না করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। সবচেয়ে উত্তম হল, লবণ ও মসলা ইত্যাদি মেখে চুলার উপর সেঁকে নিবেন। ওভেনেও সেঁকতে পারেন। বেশি সিদ্ধ করে কিংবা অর্ধভুনা করে খাওয়াতে মাছের গুণাগুণ কমে যায়। আমাদের (অর্থাৎ সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ) ঘরে মাছ রান্না করার নিয়ম হল, প্রথমে কয়েক ঘণ্টা পানির পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়। এ রকম করলে মাছের গন্ধ বহুলাংশে কমে যায়। রান্না করার সময় তেল ছাড়া কেবল চারটি জিনিস অর্থাৎ লবণ, মরিচ, রসুন-বাটা এবং শুকনো ধনিয়া গুঁড়া ব্যবহার করা হয়।

**রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

এভাবে ফ্রাই-প্যানে গরম করতে করতে যদি মসলাগুলো শুকিয়ে ফেলা হয়, তবে মাছের অত্যন্ত সুস্বাদু ডিশে পরিণত হয়। মসলা না শুকিয়েও খাওয়া যায়। প্রয়োজন মত পানি দিয়ে ঝোলও বানিয়ে নেওয়া যায়। লিখিত নিয়ম ব্যতীত আমাদের এখানকার মাছ রান্নায় সাধারণতঃ অন্য কোন জিনিস যেমন- পিয়াজ, আলু, কালো মরিচ ইত্যাদি দেওয়া হয় না। তবে বুমলা নামের এক ধরনের নরম মাছ পাওয়া যায়। আমি দেখেছি, তাতে উক্ত মসলা ছাড়াও টমেটোও দেওয়া হয়। মসলা বা ঝোল যদি বেশি করতে হয়, তখন রসুন-বাটা ও শুকনো ধনিয়ার গুঁড়া দ্বিগুণ তিনগুণে এর চেয়ে বেশি মন খুলে দেওয়া যেতে পারে। কখনো পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন, প্রথম প্রথম সঠিকভাবে রান্না নাও হতে পারে। কিন্তু হাত যখন অভিজ্ঞ হয়ে যাবে, তখন হয়ত এই ধরণের রান্না করা মাছের তরকারি সবচেয়ে বেশি ভাল লাগবে।

## তাজেদারে মদীনা, হুযুর ﷺ মাছ খেয়েছেন

**প্রশ্ন:** **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি মাছ খেয়েছেন?
**উত্তর:** জী হ্যাঁ।

## বিরাট আকারের মাছ

হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আবদুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে কুরাইশ-কাফিরদের বিরুদ্ধে পাঠালেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু ওবাইদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে আমাদের সেনাপ্রধান বানিয়ে দিলেন। আর আমাদের পাথেয় স্বরূপ খেজুরের একটি বস্তা দিলেন। আমাদের দেওয়ার মত অন্য কিছু ছিল না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

হযরত আবু ওবাইদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রতিদিন আমাদেরকে একটি করে খেজুর দিতেন। জিজ্ঞাসা করা হল: আপনারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ কেবল একটি করে খেজুর খেয়ে কীভাবে থাকতেন? তিনি বললেন: আমরা সেই খেজুরটি বাচ্চাদের মত করে চুষতাম এবং এর সাথে পানি পান করতাম। তখন সেই একটি খেজুরই রাত পর্যন্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। আমরা আমাদের লাঠি দিয়ে গাছের পাতা ফেলতাম। এবং সেগুলো পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতাম। তারপর সমুদ্রের তীরে গিয়ে দেখতে পেলাম টিলার ন্যায় বড় একটি মাছ পড়ে ছিল, যাকে 'আম্বর' বলা হত। হযরত আবু ওবাইদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: এটি মৃত। তারপর নিজেই বললেন: না, আমরা স্বয়ং **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরই প্রেরিত দল। আমরা ঘর থেকে **আল্লাহ্**রই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। আর আপনারা সবাই 'হালতে ইদ্বতিরার' অবস্থায় রয়েছেন। এটি খেয়ে নিন। আমরা এক মাস ধরে সেটি খেতে থাকলাম। আমরা ৩০০ জন লোক ছিলাম। আমরা সবাই মোটা-তাজা হয়ে গেলাম। আমার এখনো মনে আছে, আমরা সেটির চোখের গর্ত থেকে মটকা ভরে ভরে চর্বি বের করে নিতাম। এবং সেই মাছ থেকে ষাড়/ মহিষ পরিমাণ বড় বড় টুকরা কেটে নিতাম। (মাছটির চোখের গর্ত এতই বড় ছিল যে,) হযরত সায়্যিদুনা আবু ওবায়দা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমাদের তেরজন ব্যক্তিকে সেটির চোখের গর্তে বসিয়ে দিয়েছিলেন। (আমরা সবাই অনায়াসে বসতে পেরেছিলাম)। মাছটির পাঁজরের একটি হাঁড় ধনুকের ন্যায় বসানো হল। তারপর একটি বড় উটের পিঠে হাওদা বাঁধা হল। পিঠে হাওদা-বাঁধা সেই উটটি মাছটির সেই পাঁজরের হাঁড়ের ধনুকের নিচ দিয়ে অনায়াসে চলে গেল। আমরা সেটির শুকনো মাংসের টুকরাগুলো পাথেয় স্বরূপ সাথে রাখলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

আমরা যখন মদীনা শরীফে পৌছালাম, সাথে সাথে **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে এসে হাজিরী দিলাম এবং সেই মাছটির কথা আলোচনা করলাম। তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সেটি এমন এক রিযিক ছিল, যা **আল্লাহ্ তা'আলা** তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সেটির মাংস কি তোমাদের কারো কাছে আছে? (যদি থাকে) আমাকেও খাওয়াও। আমরা **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সম্মুখে মাছটির মাংস পেশ করলাম। তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা আহার করলেন। (মুসলিম, ১০৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৩৫) তাঁদের উপর **আল্লাহ্ তা'আলার** রাহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের গুনাহ্গুলোও ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم !!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## একটি আপত্তি ও তার জবাব

**প্রশ্ন:** হাদীস শরীফে বর্ণনা এসেছে: হযরত আবু ওবায়দা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ প্রথমে মাছটিকে মৃত বলেন। পরে আবার 'হালতে ইহ্তিরার' ঘোষণা দিয়ে নিজেও খেলেন, সকলকেও খেতে বললেন। মাস্আলাও তো পরিস্কার। সুযোগও রয়েছে। কিন্তু সামনে গিয়ে হাদীস শরীফটিতেই রয়েছে যে; **রাসুলে আকরাম, শাহে বনী আদম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেও সেই মাছ থেকে কিছু খেয়েছেন। অথচ তিনি তো 'হালতে ইহ্তিরারে' ছিলেন না। এটির উত্তর কি হবে?

**উত্তর:** উত্তর হিসেবে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের এক মুফতী সাহেব কর্তৃক এর জবাব কিছু শব্দ পরিবর্তন করে আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

মাছ এমন একটি প্রাণী যা জবাই করতে হয় না। হযরত আবু ওবায়দা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এটি হালাল হওয়া সম্পর্কে জানতেন না। অথবা এও হতে পারে যে, প্রাপ্ত সেই মাছটি এমন ছিল যে, তা সমুদ্রের তীরে পড়ে থাকা পাওয়া গিয়েছিল। সেটিকে যথারীতি শিকার করা হয় নি। এরই ভিত্তিতে অনেক ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। আর তিনি সেই মাছটিকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু পরে আপন ইজতিহাদ দ্বারা 'হালতে ইদ্বতিরারের' ভিত্তিতে সেটি খাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তবে মাছটিকে তিনি যে মৃত বলে ধারণা করেছিলেন তা ছিল তাঁর ইজতিহাদী ভুল। সেই কারণেই **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হালতে ইদ্বতিরারের অবস্থায় না হওয়া সত্ত্বেও সেটি খেয়েছিলেন।

হাদীসটির ব্যাখ্যাকারীগণ **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে মাছটি ভক্ষণ করা সম্পর্কে বিভিন্ন রহস্য তুলে ধরেন। যেমন- সেটি গাইবী রিযিক এবং বরকতময় মাংস ছিল। তাই তিনি সেটি নিয়ে খেয়েছিলেন, ইত্যাদি। এই রহস্যের এও অবশ্যই যুক্ত করা যায় যে, হযরত আবু ওবায়দা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইজতিহাদী ভুল দূর করার জন্য **গাইব জানা নবী, আক্বায়ে দো জাহান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিশেষ ভাবেই সেই মাছের মাংস খেয়েছিলেন। যাতে তাঁর নিজের এবং সকলের কাছে মাছটি হালাল হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

## হালতে ইদ্বতিরার মানে কী?

**প্রশ্ন:** প্রশ্নোত্তরে হালতে ইদ্বতিরারের কথা ব্যক্ত হয়েছে। দয়া করে আমাদেরকে সেই পরিচয় প্রদান করুন।

**উত্তর:** হালতে ইদ্বতিরার সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানের ৫৬ পৃষ্ঠা থেকে দেখে নিতে পারেন।

মুদ্বতির সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে হারাম কিছু খাবার জন্য বাধ্য হয়ে যায়। পক্ষান্তরে না খেলে সে প্রাণে না বাঁচার ভয় থাকে। অত্যধিক ক্ষুধা কিংবা অভাবগ্রস্ত অবস্থায় জীবন যদি ঠেকে যায় এবং খাবার মত কোন হালাল বস্তু পাওয়া না যায়, কিংবা কেউ যদি কোন হারাম বস্তু খেতে বাধ্য করে, আর না খেলে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় থাকে, এসব অবস্থায় একমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন মত অর্থাৎ যা খেলে মরে যাওয়ার ভয় থাকে না, ততটুকু হারাম বস্তু ভক্ষণ করা জায়েয। (বরং ততটুকু ভক্ষণ করা ফরজ)।

## উম্মতদের আমানতদার

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জযবা ও আগ্রহ-উদ্দীপনার উপর কুরবান! এতই অভাব, এতই করুণ অবস্থা, এতই দুঃসময় যে, দৈনিক কেবল একটি করে খেজুর এবং গাছের পাতা খেয়ে **আল্লাহ্**র রাস্তায় তাঁরা দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেতেন, নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিতেন। এসব তাঁদের সেই কুরবানীরই সদকা যে, আজ চতুর্দিকে দ্বীন ইসলামের বাহারসমূহ বিরাজমান। সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **আল্লাহ্**র রাস্তায় যে কোন সফরে আগে বেড়ে অংশ গ্রহণ করেছেন। চাই সেই সফর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংক্রান্তই হোক, কিংবা ইল্‌মে দ্বীন শিখা বা শিখানো সংক্রান্তই হোক। ইল্‌মে দ্বীন শিখা এবং শিখানোর জন্য **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফর করার মনোভাব আমাদেরকেও তৈরি করে নিতে হবে। আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলাগুলোতে সুন্নাতে ভরা সফর করে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। এখনই যেই ঘটনাটি আপনারা লক্ষ্য করেছেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের নাম 'সিয়ফুল বাহার'।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তিনশত প্রাণোৎসর্গকারী সেনাদলের প্রধান হযরত সায়্যিদুনা আবু ওবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আশারায়ে মুবাশ্শারাদেরই অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বারগাহে রিসালত صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে তিনি 'আমীনুল উম্মত' বা উম্মতদের আমানতদার উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইনফিরাদী কৌশিশের ফলশ্রুতিতে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি খুবই শক্তিধর, সাহসী, অকুতোভয় ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মুখাবয়বে মাংস কম ছিল। ওহুদেও যুদ্ধের সময় **মদীনার তাজেদার, শাহেনশাহে আবরার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী গাল মোবারকে নিজেরই দুইটি লোহার কড়ি বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর দাঁত দিয়ে সেগুলো টেনে বের করে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর সামনের দুইটি দাঁত মোবারক শহীদ হয়ে যায়। (আল ইছাবাহ্, ৩য় খন্ড, ৪৭৫, ৪৭৬ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা'আলার** রাহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁদের সকদায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم !!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সিয়ফুল বাহার যুদ্ধের সময় বৃহদাকৃতির মাছ মিলে যাওয়া, এক মাস যাবৎ সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কর্তৃক সেটি আহার করা, সেটিকে উটের উপর করে নিয়ে আসা, মদীনা মুনাওয়ারাতেও নিয়ে আসা, মাছের মাংসের স্বাদে কোন রকম পরিবর্তন না আসা[২],

[২] (দেখুন- শরহে সহীহ মুসলিম লিল ক্বাযী আয়ায, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা)


www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এসব কিছুই মহান **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমতে সায়্যিদুনা আবু ওবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবং সাহাবায়ে কেরামগণের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان বরকত। **আল্লাহ্ তা'আলা**র রাস্তায় যারাই সফর করে তার উপর **আল্লাহ্ তা'আলা**র বেশি বেশি রহমত নাযিল হতে থাকে, বিপদের সময়েও মহান নেয়ামত প্রাপ্ত হয়, দুঃখ-কষ্ট শান্তিময়তায় রূপ নেয়। সাহাবায়ে কেরামগণের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এসব মহান কুরবানী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামের খেদমত করার জন্য সকল মুসলমানেরই প্রস্তুত থাকা উচিত।

## হৃদরোগ ভাল হয়ে যায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! কুরআন ও সুন্নাত প্রচার বিশ্বব্যাপা অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রত্যেক ব্যক্তিরই মাদানী উদ্দেশ্য হল: **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ। এই মাদানী উদ্দেশ্য পূরণ করার লক্ষ্যে আশিকানে রাসুলদের মাদানী কাফেলাগুলো সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য শহরে শহরে এবং গ্রামে গ্রামে সফর করতে থাকে। প্রত্যেক মুসলমানকে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে সেটির বরকত সমূহ অর্জন করা উচিত। **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফরে বের হয়ে পবিত্র ব্যক্তিবর্গের বৃহদাকৃতির মাছের মাধ্যমে গাইবী সাহায্যের কাহিনী আপনারা এই মাত্র লক্ষ্য করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আজও যারা ইখলাসের সাথে ইসলামী খেদমতের আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে তারা মাহরূম থাকেন না। এ ব্যাপারে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন। বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

**রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

ডাক্তাররা বলেছেন: তাঁর হৃদয়ের দুইটি নালীই বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি এনজিওগ্রাফী করিয়ে নিন। চিকিৎসার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় হত। বেচারা গরীব লোক। ভয় পেয়ে গেলেন। এক ইসলামী ভাই তাকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করে সেখানে দো'আ চাওয়ার উৎসাহ দিলেন। অতএব, তিনি তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলেন। ফিরে আসার সময় তিনি শারীরিক অবস্থার উন্নতি দেখেতে পেলেন। তিনি যখন টেষ্ট করালেন, সকল রিপোর্টই ভাল ছিল। ডাক্তাররা তো হতবাক হয়ে যান। তারা বললেন: আপনার হৃদয়ের দুইটি নালীই খুলে গেছে। এ কীভাবে হল আমাদের বলুন তো! তিনি জবাব দিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় সফর করে দো'আ করার বরকতে হৃদয়ের দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আমার শিফা মিলে গেল।

লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মেঁ চলো
শিখনে সুন্নাতেঁ কাফেলে মেঁ চলো
দিল মেঁ গর দর্দ হো ডর ছে রুখ জর্দ হো
পাওগে ফরহাতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## সমুদ্রের নিক্ষিপ্ত মাছগুলো খাওয়া কেমন?

**প্রশ্ন:** যেসব মাছকে সমুদ্র নিজেই পানি থেকে কিনারায় তুলে দেয়, পানি না পাওয়ার কারণে সেগুলো যখন মারা যায়, তখন কি সেগুলো হালাল হবে?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

**উত্তর:** দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের এক মুফতী সাহেবের তাহকীক কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন সহ পেশ করা হচ্ছে। জ্বী, হ্যাঁ! এমন মাছগুলো খাওয়া হালাল। আর এখনই বর্ণনাকৃত সুগন্ধিময় হাদীস এর পরিষ্কার দলিল। ফোকাহায়ে رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی কেরামগণ এই মাস্আলাটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে ফিকাহের কিতাবাদিতে ব্যক্ত করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মাহবুবে রব্বুল ইবাদ, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যেসব মাছ সমুদ্র নিজ থেকে কুলে উঠিয়ে দেয়, কিংবা (মাছগুলো তীরের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে) পানি নিচে চলে যায় (আর মাছগুলো শুকনো কিনারায় আসার কারণে মারা যায়) তবে এমন মাছগুলো খাও। আর যেসব মাছ বিনা কারণে পানিতে মরে নিজেনিজে ভেসে উঠে সেগুলো খাবেন না।" (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮১৫)

'মাবসূত' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: আমাদের মতে মাছের ব্যাপারে মুবাহ হওয়াটাই মূল হিসাবে সাব্যস্ত। এই স্থানে মুবাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সেই প্রাণী যা হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে জবাই করার প্রয়োজন নেই। তাই কোন কারণে যদি সেটি মারা যায়, তবে তা হালাল। আর যদি বিনা কারণে অর্থাৎ নিজে নিজে মারা যায়, তাহলে খাওয়া যাবে না। কোন পাখি যদি সেটিকে মেরে ফেলে তখনও খাওয়া যাবে। যদিও পাখিটি মাছটিকে উঠিয়ে পানিতে ফেলে দেয়, আর সেটি মারা যায়। একইভাবে মাছটি যদি কোন জালে আটকা পড়ে, আর তা থেকে ছুটতে না পারে, মারা যায়, তখনো সেটি খাওয়া যাবে। কেউ যদি এমন কোন জিনিস পানিতে প্রয়োগ করে, যা খাওয়ার ফলে মাছ মরে গেছে, এবং বুঝাও যায় যে, সেগুলো খেয়েই মরেছে, তাহলেও সেই মাছ খাওয়া যাবে। অনুরূপ পানি পেছনে সরে যাওয়ার কারণেও যদি মারা যায়, তখনো খাওয়া যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

অনুরূপ পানির প্রবল ঢেউ মাছটিকে বাইরে নিক্ষেপ করে, আর সেটি মারা যায়, তখনও সেটি খাওয়া যাবে।

(আল মাবসূত লিস সারাখসী, ১১ খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

## এই পৃথিবীটা কি মাছের পিঠের উপর?

**প্রশ্ন:** কথিত আছে: আমাদের এই পৃথিবীটা না কি অনেক বড় একটি মাছের পিঠের উপর ভর করে আছে। পাহাড়গুলোর অস্তিত্বও না কি এই মাছটির কারণেই হয়েছে?

**উত্তর:** জ্বী, হ্যাঁ! এ ব্যাপারে রেওয়ায়ত বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৭তম খন্ডের ৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীস শরীফের অনুবাদ প্রায় এ রকম: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **আল্লাহ্ তা'আলা** এ সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। সেটিকে নির্দেশ দিলেন: লিখো। কলম আরয করল: কী লিখব? ইরশাদ হল: কদর (অর্থাৎ তাকদীর সম্পর্কে) লিখো। অতএব, যা কিছু কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে কলম সব কিছু লিখল। তারপর কিতাবটি বন্ধ করে দেয়া হল এবং কলমটিকে উঠিয়ে নেয়া হল। **আল্লাহ্ তা'আলার** আরশ পানির উপর ছিল। পানির বাষ্প উঠল। সেগুলো দিয়ে আলাদা আলাদা করে আসমানসমূহ সৃষ্টি করা হল। তারপর **আল্লাহ্ তা'আলা** মাছ সৃষ্টি করলেন। সেটির উপর পৃথিবীকে স্থাপন করা হল। পৃথিবী মাছের পিঠের উপরে রয়েছে। মাছটি নড়াচড়া করল। পৃথিবী পড়ে যেতে লাগল। তখন সেটির উপর পাহাড় তৈরি করে ভারী করে দেয়া হল।

(তাফসীরে দুররুল মনছুর, ৮ম খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

## সর্বপ্রথম কি নবী পাকের নূর সৃষ্টি হয়েছে না কি কলম?

**প্রশ্ন:** উক্ত রেওয়ায়তটিতে সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করার কথা ব্যক্ত হয়েছে। অথচ এমন রেওয়ায়তও রয়েছে যে, সর্বপ্রথম **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। উভয় রেওয়ায়তের মধ্যে সামঞ্জস্য কীভাবে হতে পারে?

**উত্তর:** সহীহ্ হাদীসে রয়েছে; **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** সব কিছুর পূর্বে আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। সেই সময়ে না ছিল লওহ, না ছিল কলম, না ছিল জান্নাত, না ছিল জাহান্নাম, না ছিল ফেরেশতা, না ছিল আসমান, না ছিল জমিন, না ছিল সূর্য, না ছিল চাঁদ, না ছিল জ্বিন, না ছিল মানুষ। তারপর **আল্লাহ্ তা'আলা** যখন অন্যান্য মখলুক সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন সেই নূরকে চার ভাগ করলেন। একটি ভাগ দিয়ে কলম, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে লওহে মাহফুজ, তৃতীয় ভাগ দিয়ে আরশ ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন। (আল মাওয়াহিব, ১ম খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা। কাশফুল খিফা, ২৩৭ পৃষ্ঠা। মাদারিজুন নুবুওয়াত, ২য় খন্ড, ২ পৃষ্ঠা) রেওয়ায়তে যেসব বস্তু সম্পর্কে সর্বপ্রথম বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব বস্তু নূরে-মুহাম্মদীর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পরে সৃষ্টি হওয়া এই হাদীস দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরে, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীস শরীফটির "**আল্লাহ্** সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা ছিল কলম" এই অংশটির টীকায় বলেন: এ হল 'আওয়ালিয়াতে ইযাফী' (অর্থাৎ পরবর্তী প্রথম সৃষ্টি)। অর্থাৎ আরশ, পানি, বাতাস এবং লওহে মাহফুজ সৃষ্টি করার পর সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি হয়েছে, তা হচ্ছে কলম। মিরকাতে উল্লেখ রয়েছে, যেসব জায়গায় "সর্বপ্রথম নূরে-মুহাম্মদী (মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর) সৃষ্টি করা হয়েছে" উল্লেখ রয়েছে,

সেখানে "আওয়ালিয়তে হাকীকীইয়াহ্" (অর্থৎ মৌলিক সর্বপ্রথম) উদ্দেশ্য। (মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা) ইমাম কাসতালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলছেন: কলমের সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়া মানে নূরে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, পানি এবং আরশ ব্যতীত (অন্যান্য মখলুকের) তুলনায় সর্বপ্রথম। এও বলা হয়েছে যে, যে কোন কিছুরই সর্বপ্রথম হওয়া মানে সেই বস্তুটির জাতি (বা ধরনের) দিক থেকেই বলে মনে করতে হবে। অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলা** নূর সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার নূরকেই সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ অন্যান্য বস্তুসমূহও সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে আপন আপন জাতি বা ধরনের মধ্যেই সর্বপ্রথম।

(আল মাওয়াহিব, ১ম খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)

## কলম সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা

**প্রশ্ন:** আপনার উত্তরে বর্ণিত রেওয়ায়তে কলমের কথা উল্লেখ রয়েছে। কলম সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

**উত্তর:** এর জবাবে দারুল ইফতা, আহলে সুন্নাতের এক মুফতী ছাহেবের তাহকীক কিছু শব্দের পরিবর্তন সহ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে: পবিত্র কুরআনের ২৯ পারায় সূরা কলম রয়েছে। সূরাটির প্রথম আয়াত نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ এর টীকায় তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানে উল্লেখ রয়েছে: **আল্লাহ্ তা'আলা** কলমের কসমের বর্ণনা করেছেন। সেই কলম দ্বারা হয়ত লিখকদের কলম, যেগুলো দিয়ে দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়াদি ও প্রয়োজনাদি লিখা হয়, নয়ত উন্নত ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কলমকেই বুঝানো হয়েছে, যা নূরানী কলম। আর সেটির দৈর্ঘ্য আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমান।

সেই কলম **আল্লাহ্**র হুকুমে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘঠিত হবে এমন সব কিছু লওহে মাহফুজে লিখে দিয়েছে। (খাযায়িনুল ইরফান, ১০৪৪ পৃষ্ঠা) মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মিরআত শরহে মিশকাতে বলেন: কলমটি **আল্লাহ্**র হুকুমে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কিছু ও সকল ঘটনা পুংখানুপুংখ রূপে লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছে। মনে রাখবেন! এই লিপিবদ্ধ করে রাখার মানে এই নয় যে, **আল্লাহ্**র ভুলে যাওয়ার ভয় ছিল। বরং তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, ফেরেশতাদের এবং কিছু কিছু প্রিয় মানুষকেও তা অবহিত করবেন। (মিরআত, ১ম খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা) তিনি আরো বলেন: আসমান ও জমিন ইত্যাদির পূর্বে পানি সৃষ্টি করা হয়। পানির উপর আরশ অবস্থান করার মর্মার্থ এই যে, এই দুইটির মাঝখানে কোন কিছু অন্তরায় ছিল না। এ কথা নয় যে, তা পানির উপর বসানো ছিল। না হয়, আরশ যে কোন দেহ বা শরীর থেকে অনেক বড়।

(আশআহ, ১ম খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা। মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ৯০, ৯১ পৃষ্ঠা)

## জান্নাতের প্রথম খাবার

**প্রশ্ন:** জান্নাতের সর্বপ্রথম খাবার কী?

**উত্তর:** বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদিসের অংশ বিশেষ হল: "জান্নাতীরা সর্বপ্রথম ঐ খাবার যা (জান্নাতে) খাবে, তা মাছের কলিজার কিনারা হবে।" (বুখারী, ২য় খন্ড, ৬০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৩৮) হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: কোন কোন হযরত বলেছেন যে, এটি হল সেই মাছ, যেটির উপর পৃথিবী স্থির আছে। সেই মাছটিরই কলিজার সুস্বাদু কিনারা খাওয়ানো হবে। যা সবচেয়ে বেশি সুস্বাদু। (মিরকাত, ১০ম খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৭০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

## মাছ বলতে পারে না তার বিস্ময়কর রহস্য

**প্রশ্ন:** যে কোন জীব-জন্তু বলতেই কথা বলে, কিন্তু মাছেরা বলে না, এর রহস্য কী?

**উত্তর:** সেটির হিকমত মহান **আল্লাহ্ই** জানেন। **"মুকাশাফাতুল কুলূব"** কিতাবে রহস্যটির কথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে: **আল্লাহ্ তা'আলা** সকল প্রাণীকে ভাষা দিয়েছেন। কিন্তু মাছকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তার কারণ হল, সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সিজদা না করার কারণে অভিশপ্ত শয়তানকে যখন তার আকৃতি পাল্টে দিয়ে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়, সে তখন সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে। সে সর্বপ্রথম মাছ দেখল। সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সৃষ্টির ঘটনা বলার সময় শয়তান এও বলেছিল যে, তিনি জল ও স্থলের প্রাণীদের শিকার করবেন। মাছ সমুদ্রের সকল প্রাণীদের মধ্যে এই কথা জানিয়ে দিয়েছিল। সেই কারণেই তাকে কথা বলার শক্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭১ পৃষ্ঠা)

## চিকিৎসা ক্ষেত্রে মাছের উপকারিতা

### কোন মাছটি সর্বাধিক উপকারী?

**প্রশ্ন:** কোন্ মাছ সাধারণত: উন্নত? মাছের চিকিৎসাগত উপকারিতা সম্বন্ধেও কিছু বলবেন?

**উত্তর:** আল্লামা দামীরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সমুদ্রের সেই ছোট মাছগুলোই সর্বাধিক উন্নত ও উপকারী যেগুলোর পিঠে নকশা থাকে। সেগুলো খাওয়াতে দেহে তাজাভাব সৃষ্টি হয়। মাছ খেলে সাধারণতঃ পিপাসা একটু বেশি লাগে। শ্লেষ্মা বাড়ায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

তবে উগ্র মেজাজী ও কিশোরদের পক্ষে মাছ খাওয়া বিশেষ উপকারী। কেউ মদ পান করে যদি মাছ শুঁকে নেয় (গন্ধ গ্রহণ করে নেয়), তাহলে তার নেশা কেটে যাবে। সে হুশ ফিরে পাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সীনার বক্তব্য হল: মধুর সাথে মাছ মিশিয়ে খাওয়াতে নেত্রনালীর (অর্থাৎ- চোখে পানি আসা যার কারণে দৃষ্টিশক্তি চলে যায়) রোগের জন্য উপকার হয়। তাছাড়া দৃষ্টি শক্তিও প্রখর হয়। (হায়াতুল হায়াওয়ান, ২য় খন্ড, ৪৩, ৪৪ পৃষ্ঠা) চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক গবেষণা অনুযায়ী, সর্দির কারণে সৃষ্টি হওয়া কাশির জন্য মাছের চেয়ে উপকারী আর কোন চিকিৎসা নেই।

## মাছ একেবারেই না খাওয়া কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর?

**প্রশ্ন:** একেবারেই মাছ না খেলে তো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি তো নেই?

**উত্তর:** সন্দেহাতীত ভাবে তো কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে বিজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে মাছ একটি অত্যন্ত উপকারী খাবার। মাছে এমন কিছু উপাদান থাকে, যা অন্য কোন পশুর মাংসে বিদ্যমান থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মাছে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন **(IODINE)** থাকে। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। এর অভাবে দেহের গ্রন্থি ইত্যাদির বর্ধনে সামঞ্জস্যতা নষ্ট হতে পারে। গলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি থাইরয়েডে **(Thyroid)** শূণ্যতার সৃষ্টি হয়ে দৈহিক গঠনে বহুবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। বিশ্বের যেসব দেশে সামুদ্রিক মাছ কম খায়, সেসব দেশের অধিবাসীরা সাধারণতঃ এসব রোগের শিকার হয়ে থাকে। যারা মাছকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে, তাদের জীবন/ আয়ু (বয়স) দীর্ঘ হয়। এমনকি অতি মাত্রায় হৃদরোগে ভুগছে এমন রোগীও মাছের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হয় না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ان شاء الله عزوجل! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

## সপ্তাহে অন্ততঃ দুই বার হলেও মাছ খাবেন

**প্রশ্ন:** মাছ কি প্রতিদিন খেতে হবে, না কি মাঝে মধ্যে?

**উত্তর:** আপনারই সুবিধা। অভিজ্ঞ লোকেরা বলেন: সপ্তাহে অন্ততঃ দুই বার হলেও মাছ খাবেন। তাহলে হৃদরোগ থেকে রেহাই পাওয়ার আশা করা যেতে পারে। এক পরিসংখ্যান মতে, 'ভেলজে' এমন ২০০০ জন রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায়, যারা প্রথম বারের মত হৃদরোগে **(HEART ATTACK)** আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে সপ্তাহে দুই বার মাছ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, আগামী দুই বৎসর যাবৎ তাদের মধ্যে হৃদরোগের হামলা দ্বিতীয়বার হয় নি। পক্ষান্তরে এমন রোগীদের মধ্য থেকে যাদেরকে মাছ খেতে বলা হয় নি, তাদেরকে আগামী দুই বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বারও হৃদরোগে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে। এক আমেরিকার চিকিৎসা জার্নালে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী অধিক হারে মাছ খেলে মূত্রথলি বা কিডনীর ক্যান্সার রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, যথারীতি মাছ খেতে থাকলে শতকরা ৫০ ভাগ মুত্রস্থলির ক্যান্সার রোগ থেকে প্রতিরোধ করতে পারে। ফলে সেই রোগের কারণে হতে পারে এমনসব অন্যান্য নাশকতাও হ্রাস পেতে পারে।

**প্রশ্ন:** মাছ খাওয়ার পর দুধ পান করা কেমন?

**উত্তর:** চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, মাছ খাওয়ার পর দুধ পান করলে ধবল রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

## মাছের তেলের উপকারিতা

**প্রশ্ন:** মাছের কি তেল আছে? যদি থাকে, সেটির কিছু উপকারিতার কথাও বলুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

**উত্তর:** মাছের তেল বলতে মূলতঃ মাছের কলিজার তেলকেই বুঝায়। এই তেলকে কড লিভার অয়েল **(COD LIVER OIL)** বলা হয়। এই তেল এক চামচ পরিমাণ সেবন করলে হাঁড়ের জোড়াগুলোতে ব্যথা-বেদনায় উপকার পাওয়া যায়। এক চিকিৎসকের উক্তি: মাছ খাওয়া যেমন উপকারী, তেমন সারা দেহে অনেক দিন থেকে মাছের তেল মালিশ করাও উপকারশূণ্য নয়। এর ব্যবহারে রক্তের শিরাগুলোতে সদ্য সৃষ্টি হওয়া প্রতিবন্ধকতাগুলো যা দ্বারা হার্টের উপশিরাগুলো কঠিন হয়ে যাওয়াতে হৃদরোগের ভয় থাকে, তা নিরাময় হয়। হৃদরোগের কারণ সমূহের একটি কারণ হল রক্তে কোলেসটেরলের **(CHOLESTEROL)** পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। কোলেসটেরল দেহে রক্ত চলাচলের শিরাগুলোকে হয় সরু করে দেয়, না হয় একেবারেই বন্ধ করে দেয়। ফলে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। মাছের তেল রক্তের শিরার দেওয়ালগুলোকে সংকোচন ও বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করে। কারণ, এসব জায়গাতেই কোলেসটেরল জমে এবং রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে। (এই পরামর্শটি সর্বদা মনে রাখবেন যে, শুনা কথা কিংবা বই-পুস্তকে লিখিত চিকিৎসা ও পথ্য নিজে থেকে সেবন না করে বরং কোন ডাক্তারের নিকট থেকে পরামর্শ নিয়েই সেবন করবেন। কারণ, প্রত্যেকের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা একই ধরনের হয় না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, একই চিকিৎসা এক জনের জন্য উপকারী হয়েছে, অন্য জনের জন্য ক্ষতিকর হয়েছে।)

## মাছের মাথার উপকারিতা

**প্রশ্ন:** মাছের মাথা খাওয়াতেও কি বিশেষ কোন উপকারিতা রয়েছে?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

**উত্তর:** থাকবে না কেন? এটিও তো **আল্লাহ্ তা'আলার** প্রদত্ত অত্যন্ত সুস্বাদু একটি নেয়ামত। সাধারণতঃ মাছের মাথা থেকে চোখ দুটি উপড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। অথচ বড় মাছের চোখের নিচের চর্বিও অত্যন্ত সুস্বাদু হয়ে থাকে। মাছের মাথার ঝোল (মুড়িগন্ড), যাকে সুপও বলা হয়ে থাকে, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা সহ অপরাপর অনেক রোগের জন্য বিশেষ উপকারী। যথারীতি মাছের মাথার ঝোল (মুড়িগন্ড) খেলে চোখের চশমা নামিয়েও রাখতে পারবেন।

## মাছের মাথার ঝোল (মুড়িগন্ড) তৈরি করার নিয়ম

**প্রশ্ন:** মাছের মাথার ঝোল (মুড়িগন্ড) তৈরি করার নিয়মটা বলে দিন।

**উত্তর:** (মুড়িগন্ড) মাছের মাথার ঝোল তৈরি করা অত্যন্ত সহজ কাজ। মাছের মাথাকে টুকরো টুকরো করে দুই-তিন ঘণ্টা ধরে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর সেগুলো ভালভাবে ধৌত করে নতুন পানিতে নিয়ে মরিচ-মসলা এবং প্রয়োজন মত লবণ দিয়ে মুড়িগন্ড (সুপ) বানিয়ে নিন। প্রতি তিন দিন পর সকালে নাস্তা করার পূর্বে কুসুম গরম এক পেয়ালা মুড়িগন্ড পান করে নেওয়া চোখের জন্য খুবই উপকারী। কথিত আছে: এক ব্যক্তি কেবল তিন পেয়ালাই পান করেছিল। তাকে আর চশমা দিতে হয় নি! তবে প্রত্যেকেরই চশমা এত তাড়াতাড়ি নামিয়ে ফেলতে পারবে, সে দাবীও বাদ দিন! **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমতের উপর ভরসা করে ধারাবাহিক ভাবে পান করা উচিৎ।

## মাছের মুড়িগন্ড অনেক রোগের জন্য উপকারী?

**প্রশ্ন:** মাছের মাথার মুড়িগন্ড কোন্ কোন্ রোগের জন্য ফলদায়ক?

**উত্তর:** ফালিজ, মুখের অর্ধাঙ্গ, ইরকুন-নিছা (অর্থাৎ খোড়ামির ব্যথা যা উরুদেশ থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে), স্নায়ূ বা পেশীর দুর্বলতা, মেরুদণ্ডের দুর্বলতা, অসময়ে বার্ধক্য, জোড়ায় জোড়ায় পুরাতন ব্যথা, পেশী ও দেহের বিভিন্ন অংশের খিচুনি এবং স্মরণ শক্তি বাড়ানোর জন্য মাছের মাথার মুড়িগন্ড (সুপ) অত্যন্ত উপকারী। যারা একেবারেই স্মরণ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে কিংবা যাদের স্মরণ শক্তি হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছে, যুবক হোক বা বুড়ো হোক মাছের মাথার মুড়িগন্ড অবশ্যই সেবন করবেন। গ্রীষ্মেও মৌসুমে যদি ভাল না লাগে, তাহলে শীতের মৌসুমে সেবন করুন। উল্লেখিত রোগ সমূহের একটিও যদি আপনার না থাকে, তবু কিছু দিন যদি মাছের মাথার সুপ সেবন করেন, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঐ সকর রোগ থেকে হিফাজতে থাকতে পারবেন।

## মাছ এবং স্মরণ শক্তি

**প্রশ্ন:** মাছ খাওয়া কি স্মরণ শক্তিকেও প্রভাবিত করে?

**উত্তর:** জ্বী, হ্যাঁ! বিশেষ করে মাছের তেল ও ফল খাওয়ার স্মরণ শক্তির জন্য উপকারী। বিশেষজ্ঞদের গবেষণা মতে, বিভিন্ন ধরনের ফল-মূল, শাক-সবজি এবং মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' এবং ফ্লাভোনিয়ড **(Flavonoids)** রয়েছে। যা দেহকে বার্ন বা জ্বালা ইত্যাদি থেকে মুক্তি দেয়। তাছাড়া সেগুলোতে বিদ্যমান 'ওমেগাথ্রি' মষ্কিস্কের বাইরের অংশকে জ্বালা থেকে রক্ষা করে। ফলে স্মরণ শক্তিতেও বিরূপ প্রভাব পড়ে না। বিশেষজ্ঞরা ৬৫ বৎসরের অধিক বয়সের ৮০৮৫ জন পুরুষ ও নারীর পানাহারের জিনিস-পত্র, জীবন মান, স্মরণ শক্তি, আহার ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৪ বৎসর পর্যন্ত সেগুলো গবেষণা করেছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ফল, সবজি এবং মাছের তেল অধিক হারে ব্যবহার করেছেন, তাদের স্মরণ শক্তি অন্যদের তুলনায় অধিক। এক চিকিৎসকের উক্তি: ভারতের 'কেরালা'র এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন: কেরালার লোক গণিত শাস্ত্র (যাতে পাটী গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়ও শামিল রয়েছে), বিজ্ঞান এবং বিশ্বের যে কোন কঠিন কঠিন বিষয়গুলোতে অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে থাকে। আমি তাঁকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: মাছ ও মাছের মাথা খায় বলে।

## কাঁকড়া হালাল না হারাম?

**প্রশ্ন:** কাঁকড়া কি হালাল না কি হারাম?

**উত্তর:** হারাম। একমাত্র মাছ ব্যতীত সমুদ্রের অন্যসব প্রাণী খাওয়া হারাম। মলিকুল ওলামা ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর বিন মাসঊদ কাসানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ ব্যাপারে বলেন: মহান **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর অপবিত্র বস্তু সমূহ তাদের উপর হারাম করবেন। (পারা: ৯, আরাফ, ১৫৭) আর ব্যাঙ, কাঁকড়া ও সাপ ইত্যাদি অপবিত্র বস্তুর মধ্যেই শামিল। (বাদায়িয়ুস সানায়ি, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা) আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সুরতান (অর্থাৎ কাঁকড়া) খাওয়া হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)

## চিংড়ি খাওয়া কেমন?

**প্রশ্ন:** চিংড়ি মাছ খাওয়া কেমন?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

**উত্তর:** চিংড়ি কি মাছ, না কি মাছ নয়– এ নিয়ে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তারই ভিত্তিতে চিংড়ির হালাল হারাম নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। যাঁদের মতে চিংড়ি মাছের অর্ন্তভূক্ত, তাঁদের মতে চিংড়ি হালাল। পক্ষান্তরে যাঁদের মতে চিংড়ি মাছের অর্ন্তভূক্ত নয়, তাঁদের মতে চিংড়ি হারাম।

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী চিংড়ি হচ্ছে এক ধরণের মাছ। যেমন- তিনি বলেন: আমাদের (অর্থাৎ হানাফী) মাযহাবে মাছ ব্যতীত সমুদ্রের সকল প্রাণী সাধারণভাবে হারাম। তবে যাঁদের (যেসব গবেষকদের) মতে চিংড়ি মাছের শ্রেণীভূক্ত নয়, তাঁদের কাছে তো হারাম হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু ফকীর (অর্থাৎ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজে) অভিধানের কিতাবাদিতে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিতাবাদিতে এবং প্রাণী-জগত-সংক্রান্ত কিতাবে সর্বসম্মত ব্যাখ্যা লক্ষ্য করেছি যে, চিংড়ি এক ধরণের মাছ। চিংড়ির মাছ হাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্ধৃতি বর্ণনা করার পর সবশেষে বলেন: যাই হোক, এমন সন্দেহ ও মতবৈষম্য (চিংড়িকে ঘিরে রয়েছে। তাই সেটি খাওয়া) থেকে বিনা প্রয়োজনে বেঁচে থাকাই উত্তম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৩৩৬-৩৩৯ পৃষ্ঠা)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠায় বলেন: চিংড়ি নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, এটি মাছ কি না? সেই ভিত্তিতে সেটি খাওয়া হালাল ও হারাম নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে সেটিকে মাছের মত মনে হয় না। বরং এক ধরনের সামুদ্রিক কীট বলেই মনে হয়। তাই সেটি থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

## আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কখনো চিংড়ি খাননি

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! ফকীর এবং ফকীরের পরিবারের কেউ জীবনে কখনো চিংড়ি খায় নি। খাবেও না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা) মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা ওয়াকারুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খিদমতে সগে মদীনা (লিখক) হাজির ছিলাম। আলোচনার এক পর্যায়ে মুফতী সাহেব বলেন: আমি চিংড়ি খাই না। একবার ঘরে রান্না করা হয়েছিল। আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলাম, চিংড়ির পেয়ালার চামচও যেন আমার পেয়ালায় না ডুবানো হয়।

## চিংড়ি খেলে রক্তে কোলেসটেরল বৃদ্ধি পায়

চিংড়ি যদি খেতেই হয়, তবে সেটির খোলস ছাড়িয়ে নিয়ে দৈর্ঘ্যে সম্পূর্ণ ভালভাবে চিরে কালো রঙের সুতার মত ময়লা রগটি ফেলে দিন। চিংড়ি অধিক পরিমাণে খাবেন না। কারণ, তাতে রক্তে কোলেসটেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

## ভালভাবে পরিষ্কার না করে চিংড়ি খাওয়া

**প্রশ্ন:** কালো সুতাটি বের না করে চিংড়ি খাওয়া কি গুনাহ্?

**উত্তর:** গুনাহ্ অবশ্য নয়। তবে উত্তম হল সুতার মত কালো রগটি বের করে ফেলা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া কিতাবে চিংড়ি হালাল হওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আনোয়ারুল আসরার" কিতাবে বর্ণিত আছে: 'রূবিয়ান' (অর্থাৎ চিংড়ি মাছ) এক ধরনের খুবই ছোট মাছ যা লাল রঙের হয়ে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আগে গিয়ে আরো বলেন: "মেরাজুদ দিরায়াত" কিতাবে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, এমন ছোট মাছ যেগুলোর পেট কাটা যায় না এবং নাড়িভূড়ি বের না করেই ভুনে ফেলা হয়, সেগুলো ইমাম শাফেয়ী ব্যতীত সকল ইমামগণের দৃষ্টিতে হালাল। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

## নাড়িভূড়ি না ফেলে ছোট মাছ খাওয়া

**প্রশ্ন:** ছোট মাছের পেট থেকে নাড়িভূড়ি বের করা খুবই কঠিন। ফেলে না দিয়েই খেয়ে নিলে কেমন?

**উত্তর:** জায়েয। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ডের ৩২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: পেট না ফেলে (অর্থাৎ পেট পরিষ্কার না করে) ছোট মাছ যদি ভুনে ফেলা হয়, সেগুলো খাওয়া হালাল।

## মাছ জবাই না করার রহস্য

**প্রশ্ন:** মাছ জবাই না করেই খাওয়া হয়। এর রহস্য কী?

**উত্তর:** আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মাছ আর টিড্ডি-তে (লাল রঙের) রক্ত থাকে না, যা জবাই করে বের করে দিতে হয়। রক্তবিহীন প্রাণীদের মধ্য থেকে আমাদের এখানে কেবল এই দুইটিই হালাল। তাই কেবল এই দুইটি প্রাণীই জবাই না করে খাওয়া হয়। শাফেয়ী প্রমূখদের নিকট যে আরো অনেক সামুদ্রিক প্রাণীও কম-বেশি হালাল তাঁরা সেগুলোকেও জবাই বিহীন খাওয়াকেই জায়েয বলে মনে করেন। কারণ, সমুদ্রের কোন প্রাণীরই রক্ত থাকে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

## মাছের রক্ত পবিত্র কি না?

**প্রশ্ন:** মাছের রক্ত পবিত্র কি না?

**উত্তর:** পবিত্র আর অপবিত্র হওয়ার প্রশ্ন তো তখনই সৃষ্টি হবে, যদি মাছের মধ্যে রক্ত থাকে। মাছের ভিতরে তো রক্তই নেই। কালো রঙ্গের লাল গাঢ় যে রস বের হয়, তা রক্ত নয়।

## মাছের সব অংশই পবিত্র

**প্রশ্ন:** মাছের দেহের কোন্ কোন্ জিনিস অপবিত্র?

**উত্তর:** মাছের দেহের মধ্যে কোন্ জিনিসই অপবিত্র নয়।

## শুটকি খাওয়া কেমন?

**প্রশ্ন:** শুটকি খাওয়া হালাল না কি হারাম?

**উত্তর:** হালাল। এ ধরনের মাছে অবশ্য দুর্গন্ধ থাকে। দেখতে হবে দুর্গন্ধটি কী ধরনের? ক্ষণস্থায়ী **(Temporary)** না কি দীর্ঘস্থায়ী **(Long Lasting)**। সেটির উপরই খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা নির্ভর করে। মনে রাখবেন! যেই ব্যক্তির মুখ কিংবা শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, তার জন্য মসজিদে যাওয়া হারাম এবং জামাআতে অংশগ্রহণ করা।

## পচা মাছ খাওয়া কেমন?

**প্রশ্ন:** পচা মাছ খাওয়া কেমন?

**উত্তর:** যদি পঁচন না আসে তাহলে খাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। অবশ্য পঁচন ধরা মাংস বা মাছ কিছুই খাওয়া যাবে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকশিত ১৫৩৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত ফয়যানে সুন্নাত কিতাবের ১ম খন্ডের ৩২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: মাংস যদি পঁচে যায়, তাহলে সেগুলো খাওয়া হারাম। পঁচে যাওয়ার আলামত হল: তাতে তলানী পড়বে, গাদ ধরবে, দুর্গন্ধ হবে, কিংবা টক জাতীয় দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

যদি ঝোল থাকে, তাহলে তাতে একটি আবরণও সৃষ্টি হয়। ডাল, খিচুড়ি, টমেটো কিংবা টক জাতীয় জিনিসের রান্না করা তরকারি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়।

## তাজা ও বাসি মাছের পরিচয়

**প্রশ্ন:** তাজা ও পচা মাছ চেনার কোন উপায় আছে কি?

**উত্তর:** তাজা মাছ উজ্জ্বল ও চকচকে হয়ে থাকে, আর চোখের পার্শ্ব ভাসা ভাসা থাকে। মাছটির গায়ে হাতের আঙ্গুলে চাপ দিয়ে দেখবেন। নরম হয়েছে কিনা তা জানা যায়। তাজা মাছ চেনার সবচেয়ে বড় আলামত হল, সেটির ফুলকা গাঢ় লাল রঙ্গের হবে। কিন্তু খুলে ভালভাবে করে দেখতে হবে। কারণ, আজ-কাল কিছু কিছু অসাধু মৎস্য ব্যবসায়ী প্রতারণা মূলক ফুলকাতে লাল রং বা রক্ত মেখে দেয়। ফুলকা হলুদ রঙ্গের হলে কিংবা গায়ে চামড়া অনুজ্জল ও মলিন না হয়ে থাকলে, মাংস নরম হয়ে গেলে, বেশি দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে কিংবা চোখ বসে গেলে মনে করতে হবে মাছটি তাজা নয়।

## অবসর বিনোদনের খাতিরে মাছ শিকার খেলা কেমন?

**প্রশ্ন:** মাছ শিকার খেলা কেমন?

**উত্তর:** বিনোদনের জন্য মাছ শিকার খেলা হারাম। তবে প্রয়োজনে মাছ শিকার করা জায়েয। ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: শিকার, যা কেবল সখের বশবর্তী হয়ে একান্ত বিনোদনের খাতিরে করা হয়, যাকে এক ধরনের খেলা হিসাবে মনে করা হয়, তাই সেটিকে 'শিকার খেলা' বলা হয়, বন্দুকের হোক কিংবা মাছের, প্রতিদিনের হোক কিংবা সময়ে সময়ে, সকলের মতে হারাম। হালাল সেটি, যা খাওয়ার জন্য কিংবা ঔষধের জন্য কিংবা অন্য কোন উপকার সাধনে অথবা কোন ক্ষতি দূরীভূত করার জন্য হয়।

**রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

আজকাল বড় বড় শিকারী যাদের এত বড় সম্মানী হয় যে, নিজেদের প্রয়োজনের খাবারের বস্তু কিনে আনতে বাজারে যাওয়াকে যারা আভিজাত্যের বরখেলাফ বলে মনে করে, কিংবা এতই কোমল যে, দশ কদম হেঁটে মসজিদে নামায পড়তে যাওয়াকে কষ্ট বলে মনে করে, সেই ব্যক্তিদের পক্ষে রৌদপ্রখর দ্বিপ্রহরে, তাপময় গরম বাতাসে উত্তপ্ত বালির উপর দিয়ে হাঁটা, সেখানে গিয়ে বসে থাকা, গরম বাতাসের আঘাত খাওয়া এসব কিছু কেমন করে শোভা পায়, এসব কষ্ট তারা কীভাবে সহ্য করে। অথচ তারপরও তারা ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে কয়েকদিন ধরে শিকারের উদ্দেশ্য পড়ে থাকে। তারা কি খাবার সংগ্রহের জন্য যায়? কখনো না। বরং সেই খেল-তামাশার নেশায়ই যায়। যা সর্বসম্মত ভাবে হারাম। তাদের চেনার এক বড় ধরনের পরীক্ষা হল, তাদের বলে দেখবে, "মাছ তো বাজারে পাওয়া যায়, সেখান থেকে না হয় কিনে নিবেন"। সে আপনার এই কথাটি কখনো মেনে নিতে পারবে না। যদি এই কথাও বলুন যে, আপনি নিজের পক্ষ থেকে কিনে দিবেন। তারপরও সেই কথায় সে রাজি হবে না। বরং শিকার করার পর শিকারে পাওয়া বস্তু থেকেও কিছু খাওয়ার ধার ধারে না। সব বিলি-বণ্টন করে দেয়। অতএব, (শিকারের জন্য) এই গমন নিঃসন্দেহেই বিনোদনই এবং হারাম। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা)**

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: শিকার করা একটি মুবাহ বা জায়েয কাজ। তবে পবিত্র হেরম শরীফে কিংবা ইহরাম অবস্থায় স্থলভাগের প্রাণী শিকার করা হারাম।[১] অনুরূপ শিকার যদি কেবল খেল-তামাশার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে তা মুবাহ বা জায়েয নয়। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা)**

[১] মুহরিমের জন্য প্রয়োজনে মাছ শিকার করা বৈধ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

## বিনোদনের শিকার কৃত বস্তু খাওয়া কেমন?

**প্রশ্ন:** বিনোদন হিসেবে শিকারী যেসব শিকার পেয়েছে সেগুলো খাওয়াও কি হারাম?

**উত্তর:** যেসব মাছ বা হালাল জন্তু শিকার করেছে সেগুলো খাওয়া হালাল। কেবল তার বিনোদনের শিকার খেলাটাই হারাম কাজ। এই কাজ থেকে সত্যিকার ভাবে তাওবা করা ওয়াজিব। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, শাহ্ ইমাম মাওলানা আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বাকী রইল শিকার করা মাছের বিষয়– এগুলো খাওয়া সব দিক থেকে জায়েয। যদিও শিকারের কাজটি ঐ সকল (বিগত জবাবে উল্লেখিত) না-জায়েয পন্থায় হয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

## মৎস্য শিকারের করুণ দৃশ্য

ছুটির দিনগুলোতে বাবুল মদীনায় (করাচী) নদীর তীরে মাছ শিকারের বড় বড় করুণ দৃশ্য প্রায়শই চোখে পড়ে। অনেক লোক বড়শি আর সূতা নিয়ে সারা দিনই শিকার খেলে। জীবিত কেঁচোর ছটপট করা টুকরা বড়শিতে গাঁথে। কিংবা চিংড়ি মাছের মত সামুদ্রিক এক ধরনের পোকা বড়শিতে জীবিত আটকিয়ে এই না-জায়েয কাজটি করে থাকে। সেখানে এক বিশেষ ধরনের মাছ পাওয়া যায়। সেটিকে যখন পানির বাইরে নিয়ে আসা হয় তখন কাদার ন্যায় ফুলে যায়। সেই মাছ যদি বড়শিতে আটকায়, তখন বেচারিটিকে জীবিত অবস্থাতেই করুণ ভাবে চিরে ফেঁটে ফেলে। আর অজ্ঞতার কারণে সেটিকে হারাম মাছ বলে থাকে। অথচ অন্যসব মাছের ন্যায় সেটিও হালাল একটি মাছ। বড়শিতে যখন কোন কাঁকড়া ধরা পড়ে, তাহলে তো তার কপালই খারাপ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

হয় সেটিকে পদাঘাত করে মেরে ফেলা হয়, না হয় মেইন রোডে নিক্ষেপ করা হয়, যেন গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়। এসব হচ্ছে বিনা প্রয়োজনে প্রাণী দেরকে কষ্ট দেয়া। প্রাণীদের প্রতিও ভালবাস প্রদর্শন করতে শিখুন। মনে রাখবেন! যেই ব্যক্তি দয়া করে, তাকেও দয়া করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দয়া করে না, তাকেও দয়া করা হয় না। বুখারী শরীফে হযরত সায়্যিদুনা জরীর বিন আবদুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ রেওয়ায়ত করেন, **সায়্যিদুল মুরসালীন জনাব রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**مَنْ لَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ** অর্থাৎ- যেই ব্যক্তি দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬০১৩) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "'রহমান **(আল্লাহ্ তা'আলা)**' দয়াশীলদের প্রতিই দয়া করেন। (তাই, হে বান্দারা!) তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি সদয় হও, তাহলে আসমানের মালিক তোমাদের উপরও সদয় হবেন।

(তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৩১)

## জলপরীর অস্তিত্বও কি রয়েছে?

**প্রশ্ন:** জলপরী, জলমানব অর্থাৎ সামুদ্রিক মানুষ মানে কী? এটি কি কল্পনার সৃষ্টি? না কি এটির অস্তিত্ব রয়েছে?

**উত্তর:** এর জবাবে দারুল ইফতা, আহ্লে সুন্নাতের এক মুফতী সাহেবের বিশ্লেষণ কিছু শব্দের পরিবর্তনে নিম্নে প্রদান করা হল: জলপরী অর্থাৎ পানির পরী এবং জলমানব বা সামুদ্রিক মানব এগুলো হল কাল্পনিক আজব কাহিনী। বর্তমানে এর কোন বৈজ্ঞানিক সত্যতা সকলের কাছে জানাজানি হয়নি। তবে, প্রাণীকুল নিয়ে লিখিত বিভিন্ন বই-পুস্তকে এ ধরনের মাছের কথা পাওয়া যায়। যার আকৃতি কিংবা দেহের কিয়দাংশ মানবদেহের কিছু অংশের সাথে মিলে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

**মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী,**
**ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল**
**এর ﷺ ফিরদাউসে আক্বা**
**প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।**

৭ যিলকাদাতুল হারাম ১৪৩৪ হিঃ

**13-10-2013**

## তথ্যসূত্র

| কিতাব | প্রকাশনা | কিতাব | প্রকাশনা |
|---|---|---|---|
| কুরআন শরীফ | মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী | মাবসুত | দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, |
| তাফসীরে দুররে মুনসুর | দারুল ফিকির, বৈরুত | হেদায়া | দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত |
| তাফসীরে নুরুল ইরফান | পীর ভাই এন্ড কোম্পানি | দুররে মুখতার | দারুল মারূফ, বৈরুত |
| সহীহ বোখারী | দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত | ফাতোওয়ায়ে আলমগীরী | দারুল ফিকির, বৈরুত |
| সহীহ মুসলিম | দারু ইবনে হাজম, বৈরুত | রুদ্দুল মুহতার | দারুল মারূফ, বৈরুত |
| সুনানে তিরমিযী | দারুল ফিকির, বৈরুত, | ফাতোয়ায়ে রযবীয়া | রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর |
| সুনানে নাসাঈ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত | বাহারে শরীয়াত | মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী |
| আল মুসনাদ | দারুল ফিকির, বৈরুত | মাদারিজুন নবুয়ত | নূরীয়্যা রযবীয়্যা, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর |
| মু'জাম কাবির | দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত | আল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়্যা | দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত |
| কাশফুল খাফা | দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ | আজায়েবুল হায়ওয়ান | ফরিদ বুক ষ্টল, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর |
| শরহে সহীহ মুসলিম | দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত | মুকাশাফাতুল কুলুব | দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত |
| মিরকাতুল মাফাতিহ্ | দারুল ফিকির, বৈরুত | হায়াতুল হায়ওয়ান আকবরী | দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত |
| মিরাতুল মানাজিহ | যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর | হায়াতুল হায়ওয়ান আকবরী | দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত |



www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

**এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন**

**দা'ওয়াতে ইসলামী** (অনুবাদ মজলিশ)

**মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা**

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

**e-mail :**

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

## এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সুন্নাতে ভরা রিসালা পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# টাটকা ও বাসী মাছ চেনার উপায়

| | চোখ | ফুলকা | ত্বক ও চামড়া |
|---|---|---|---|
| তাজা | | | |
| | • চোখ ফোলা<br>• চোখের মনি কালো ও উজ্জ্বল হওয়া<br>• চোখের সামনের আবরণ স্বচ্ছ হওয়া | • উজ্জ্বল ও গাঢ় লাল রং হওয়া | • ত্বক পরিস্কার ও চকচকে হওয়া<br>• ধড় শক্ত ও চাপ দিলে বসে যায় না |
| বাসী | | | |
| | • চোখ ভিতরে ঢুকে যাওয়া<br>• চোখের মনি হলদে ও ধূসর বর্ণের হওয়া<br>• চোখের আবরণ ঘোলাটে সাদা ও হলদে রঙের হওয়া | • রং নষ্ট হয়ে হলুদ বর্ণের হয়ে যাওয়া<br>• অধিক দূর্গন্ধ আসা | • ত্বক ফ্যাকাশে<br>• ধড় একেবারে নরম ও চাপ দিলে বসে যায় |


## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net